কুমার সম্ভব।

অর্থাৎ

মহাকবি কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্যের
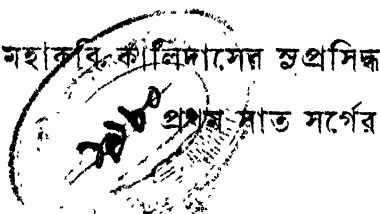
প্রথম সাত সর্গের

বাঙ্গালা অনুবাদ

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফারস্ট্ আর্টস্ পরীক্ষার্থীদিগের

উপকারার্থে
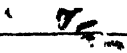
প্রেসিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ব্ব-সংস্কৃত অধ্যাপক

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি, এল কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীহেমনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্রিকাতে ইহার যে প্রকার অভিপ্রায় উল্লিখিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তদতিরিক্ত অন্য অভিপ্রায় কল্পনা করিবেন না। কোন সুরম্য হর্ম্মের উপকরণ স্বরূপ কাষ্ঠ, ইষ্টকা প্রভৃতি অবলোকন করিলে সেই হর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিষয়ে যে প্রকার পরিচয় পাওয়া যায়, উপস্থিত বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে কুমার-সম্ভবের তদ্রূপ পরিচয় পাওয়া গেলেও যাইতে পারে। তবে কুমার-সম্ভবের অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ বিষয়ে বালকদিগের কিঞ্চিৎ সৌকর্য্য যদি এই গ্রন্থ দ্বারা ঘটে, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেক।

২রা আশ্বিন
সন ১২৮২ সাল

শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মা।

কুমারসম্ভব।

বাঙ্গালা অনুবাদ।

প্রথম সর্গ।

উত্তর দিকে হিমালয় নামে পর্ব্বতরাজ আছে। এক দেবতা উহার অধিষ্ঠাত্রী ভূতা। এক দিকে পূর্ব্ব সমুদ্র অন্য দিকে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকাতে জ্ঞান হয় যেন সেই পর্ব্বত পৃথিবীর পরিমাণ করিবার উপযুক্ত মানদণ্ড (মাপ্‌কাটী) স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ১॥

পূর্ব্বকালে এক সময়ে যখন পৃথিবী গো-রূপ ধারণ করেন, তখন তাবৎ পর্ব্বত একত্র হইয়া এই হিমালয় পর্ব্বতকে ধেনু বৎস নিরূপণ করিলেন, সুনিপুণ দোগ্ধার কার্য্য সুমেরু নির্ব্বাহ করিলেন এবং পর্ব্বতেরা পৃথিবী হইতে উজ্জ্বল উজ্জ্বল বিস্তর রত্ন এবং আশ্চর্য্য গুণশালিনী বিস্তর ওষধি দোহন করিয়া লইলেন॥ ২॥

এই হিমালয় অশেষ রত্নের উৎপত্তি স্থান, একারণ হিমে আবৃত হইলেও ইহার সৌন্দর্য্যের হানি হয় নাই। যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না দ্বারা উহার কলঙ্ক গোপন হইয়া যায়, সেই রূপ নানা গুণের মধ্যে এক মাত্র দোষ থাকিলে উহা লক্ষ্য হয় না॥ ৩॥

এই পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন শিখরে নানা বর্ণের অনেক ধাতু বিদ্যমান আছে, উহাদিগের বিচিত্র বর্ণ খণ্ড খণ্ড মেঘের উপর প্রতিফলিত হয়, তাহাতে জ্ঞান হয় যেন অসময়ে সন্ধ্যা হইয়াছে, তদ্দর্শনে পর্ব্বত-বাসিনী অপ্সরারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রিয় সমাগমের উপযুক্ত বেশ ভূষা ধারণ করিতে উদ্যত হয়েন এবং ব্যস্ততা প্রযুক্ত এক স্থানের অলঙ্কার ভ্রম ক্রমে স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হয়॥ ৪॥

এই পর্ব্বতের নিতম্ব দেশ পর্য্যন্ত মেঘেরা বিচরণ করে, নিম্নস্থিত সানুদেশে (পর্ব্বতোপরিস্থিত সমতল প্রদেশ) সেই মেঘের ছায়া পড়ে, তথায় সিদ্ধেরা বিশ্রাম করিতে করিতে যখন বৃষ্টি দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়েন, তখন তাঁহারা মেঘ মণ্ডলের উপরিস্থিত অপরাপর সানুতে উপনীত হয়েন॥ ৫॥

এই পর্ব্বতে যখন সিংহগণ হস্তি বধ করিয়া রক্ত রঞ্জিত চরণ বিন্যাস করতঃ স্থানান্তরে চলিয়া যায়, তখন বিগলিত তুষারের জল দ্বারা সেই রক্ত ধৌত হইয়া যায়, সুতরাং চরণের চিহ্ন দেখিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না যে উহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে। তথাপি সিংহের নখের মধ্য হইতে যে সকল গজ-মুক্তা নিপতিত হইয়া স্থানে স্থানে ছড়া-

ইয়া থাকে, তদ্দর্শনে সিংহ মৃগয়াকারী ব্যাধেরা জানিতে পারে যে কোন্ পথে সিংহ গিয়াছে ॥ ৬ ॥

হিমালয় পর্ব্বতে বিদ্যাধরীদিগের যখন প্রেমের পত্র লিখিতে হয়, তখন তাঁহারা ভূর্জ্জ-পত্রের উপর ধাতুরস দ্বারা অক্ষর বিন্যাস করেন, তাহাতে সেই ভূর্জ্জ-পত্র হস্তির মস্তক-স্থিত রক্ত বর্ণ বিন্দু বিশেষের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হিমালয়ে ভূর্জ্জপত্রের দ্বারা এই রূপ কার্য্য সম্পাদিত হয় ॥ ৭ ॥

কীচক নামে যে এক জাতি বংশ আছে, যাহাদিগের কলেবরস্থিত ছিদ্র মধ্যে বায়ু প্রবেশ হইলে বংশীর ন্যায় শব্দ হয়, যখন হিমালয়স্থিত সেই কীচক বংশের ছিদ্রসমূহ গুহার অভ্যন্তর হইতে প্রবহমাণ বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তখন জ্ঞান হয় যেন কিন্নরেরা উচ্চৈঃস্বরে গান করিবেন জানিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত হিমালয় বংশী বাদন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

যখন হিমালয়ে হস্তীরা কণ্ডূতি অপনয়নের নিমিত্ত সরল নামক সৌরভশালী দেবদারু বৃক্ষের স্কন্ধদেশে গণ্ডস্থল ঘর্ষণ করে, তখন ঘর্ষণ প্রযুক্ত বৃক্ষের ক্ষীর ঝরিতে থাকে, এবং তজ্জনিত সৌরভ চতুর্দ্দিকের সানু সমূহকে আমোদিত করে ॥ ৯ ॥

হিমালয়ে ওষধি নামে এক লতা আছে, রাত্রি কালে উঁহাদিগের মধ্য হইতে আলোক নির্গত হইতে থাকে, সেই আলোক পর্ব্বতীয় গুহা গৃহের মধ্যে পতিত হয়, সেই গৃহে

যে সকল সস্ত্রীক বনচর লোক বাস করে, তাহারা যখন সুরত সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তখন ওষধি দ্বারা তৈল বিহীন প্রদীপের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে॥ ১০॥

হিমালয়ের উপরিস্থিত পথ গুলি ঘনীভূত হিমে আবৃত থাকে, সুতরাং গমনকালে চরণ তলের নিতান্ত ক্লেশ হয়, তথাপি কিন্নরীরা গুরু নিতম্ব ভরে এত দূর পরিশ্রান্ত, যে সেই পথে গমন কালে তাঁহারা কোন ক্রমে স্বীয় মন্থরগতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না॥ ১১॥

হিমালয়ের গুহাতে অন্ধকার যেন, দিবসে ভীত হইয়া লুকাইয়া থাকে এবং পর্ব্বতরাজ তাহাকে সূর্য্যের হস্ত হইতে যেন রক্ষা করেন, কারণ মহত ব্যক্তির স্বভাবই এই যে নীচ লোকেও শরণাপন্ন হইলে, যেমন সাধু লোকের প্রতি, তেমনি তাহারও প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন॥ ১২॥

চামর রাজাদিগের এক রাজ-চিহ্ন। হিমালয় যে পর্ব্বতের রাজা, তাঁহার সেই নাম যথার্থ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বত নিবাসী চমরীগণ ইতস্ততঃ পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া শরচ্চন্দ্র কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামরের শোভা চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া থাকে॥ ১৩॥

এই পর্ব্বতের গুহা-গৃহ মধ্যে কিন্নর কিন্নরী বিহার করে, কিন্নরীদিগকে বিবসন করিলে যখন তাহারা লজ্জা পায় তখন গৃহ দ্বারের সম্মুখে সহসা মেঘ মণ্ডল লম্বমান হইয়া যবনিকার ন্যায় তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ করে॥ ১৪॥

এই পর্ব্বতের বায়ু গঙ্গার নির্ঝরের জল-কণা বহন করিয়া

এবং শনৈঃ শনৈঃ দেবদারু বৃক্ষ আন্দোলন করিয়া ময়ূরদিগের পুচ্ছ বিভাগ করিয়া দেয় এবং মৃগয়া পরিশ্রান্ত ব্যাধগণ সেই বায়ু সেবন করে ॥ ১৫ ॥

এই পর্ব্বত এত উন্নত যে সূর্য্য পর্য্যন্ত ইঁহার শিখরের নিম্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন, সুতরাং উচ্চতর শিখরস্থিত সরোবরে যে পদ্ম বিদ্যমান আছে সপ্তর্ষিরা স্বহস্তে চয়ন করিয়া লইলে তাহার যে অবশিষ্ট থাকে, সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধাভি-মুখে কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক সে গুলিকে প্রস্ফুটিত করেন ॥ ১৬ ॥

বিধাতা দেখিলেন যে যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ নানা প্রকার উদ্ভিজ্জের একমাত্র উৎপত্তি স্থান হিমালয় এবং পৃথিবীকে ধারণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহার আছে, অতএব তিনি হিমালয়কে যজ্ঞের একভাগ বিধান করিয়া দিয়া ইঁহাকে তাবৎ পর্ব্বতের রাজা করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পিতৃ পুরুষদিগের এক মানস কন্যা ছিল, তাহার নাম মেনকা, সেই কন্যা এরূপ বিদ্যাবতী যে ঋষিরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে মান্য করিতেন, হিমালয় সেই মেনকাকে আপনার যোগ্য বিবেচনা করিয়া বংশ রক্ষার নিমিত্ত যথা বিধানে বিবাহ করেন, কারণ গৃহস্থের বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য এই শাস্ত্রের আদেশ তিনি জানিতেন ॥ ১৮ ॥

তাঁহারা উভয়ে যেরূপ রূপবান্ ছিলেন, কালক্রমে তদু-পযুক্ত প্রেম সুখ সম্ভোগে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলে রমণীয় যৌবন শালিনী পর্ব্বত রাজ-মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল ॥ ১৯ ॥

সেই গর্ভে মৈনাক নামে সন্তান জন্মিল। যখন বৃত্রের

হন্তা ইন্দ্র পর্ব্বতদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষ ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি জলনিধি সমুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব বিধান করাতে বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, বরং তিনি সমুদ্র মধ্য দিয়া পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক নাগ কন্যাদিগের প্রণয়ের পাত্র হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

এই সময়ে, দক্ষ নন্দিনী সতী নামে মহাদেবের যে পরম পতিব্রতা প্রথম পত্নী ছিলেন, তিনি পিতৃকৃত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া যোগ বলে প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ উদ্দেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥

যেমন কৌশলপূর্ব্বক নীতি প্রয়োগ করিলে সেই নীতি ব্যর্থ না হইয়া উৎসাহের সংযোগে অশেষ সম্পত্তি প্রসব করে; সেই রূপ পর্ব্বতরাজ কল্যাণ গুণশালিনী সেই ভূত-পূর্ব্ব দক্ষ কন্যাকে সদাচারবর্ত্তী নিজ মহিষীর গর্ভে জন্মদান করিলেন ॥ ২২ ॥

যে দিন তাঁহার জন্ম হইল, সে দিন কি উদ্ভিজ্জ কি প্রাণী তাবৎ শরীরী পদার্থের অপূর্ব্ব সুখ উদয় হইয়াছিল, সে দিন চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার ছিল, ধূলির লেশমাত্র নাই এ প্রকার বায়ু বহিয়াছিল, এবং দিব্য লোকে শঙ্খধ্বনি ও তদনন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

বিদূর নামে এক পর্ব্বত আছে, মেঘের শব্দ হইলে তথাকার ভূতলে ইন্দ্রনীল মণির রেখা আবির্ভূত হয়। মেনকার সেই নবপ্রসূতা কন্যার শরীরের এপ্রকার ঔজ্জ্বল্য

যে জননীকে রত্নরাজি বিরাজিত বিদূরভূমির ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

যেমন চন্দ্রকলা প্রথম উদয়ের পর নিত্য নিত্য জ্যোৎস্না পরিপূর্ণ নব নব কলা সংযোগে পুষ্টিলাভ করে, তদ্রূপ সেই কন্যার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপূর্ব্ব লাবণ্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

ইতিমধ্যে কন্যা আত্মীয় স্বজনদিগের প্রেমাস্পদ হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতার সম্বন্ধ ধরিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তবে যে তাঁহার উমা নাম হয়, তাহার কারণ এই যে, তপস্যা করিতে যাইবার সময় তাঁহার জননী উ মা (না গো না) এই কথা বারংবার বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

অনেক কন্যা অনেক পুত্র-সত্ত্বেও পর্ব্বতরাজের চক্ষুর যেন সেই কন্যাটীকে দেখিয়া আশ মিটিত না (তৃপ্তি হইত না)। বসন্তকালে অশেষ পুষ্প ফুটিয়া থাকে, কিন্তু ভ্রমরের দল আম্র-মুকুলেই বিশেষ আসক্ত ॥ ২৭ ॥

বৃহৎ ও উজ্জ্বল শিখা হইলে প্রদীপ যেমন দেখিতে সুন্দর অথচ পবিত্র হয়, যেমন স্বর্গের পথে মন্দাকিনী থাকাতে তথাকার শোভা ও বিশুদ্ধতা দুই হইয়াছে, যেমন বিদ্বান্ ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারক হইলে আদরণীয় ও বিশুদ্ধ হয়েন, সেইরূপ সেই কন্যা জন্ম গ্রহণ করাতে হিমালয়ের গৃহ পবিত্রও হইল অলঙ্কৃতও হইল ॥২৮॥

সেই বালিকার যেন ইচ্ছা হইল যে আর একবার বাল্য-

খেলার আস্বাদ গ্রহণ করা যাউক, এই উদ্দেশে তিনি সখীবর্গে পরিবৃত হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে মন্দাকিনী-তীরে বালুকার বেদি রচনা করিতেন, এবং গোলা ও পুত্তলিকা লইয়া খেলা করিতেন ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ব জন্মে বিদ্যার যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহার কিছুই তাঁহার নষ্ট হয় নাই, অতএব এ জন্মে বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত তাবৎ বিদ্যা আপনা-হইতে তাঁহার অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি পাইল, যেমন শরৎকালে যেন কোথা হইতে দলে দলে হংস আসিয়া গঙ্গার বক্ষে বিরাজ করে, যেমন ওষধি-লতার স্বভাবসিদ্ধ আলোকমণ্ডল রাত্রিকালে আপনা হইতেই উদয় হয় ॥ ৩০ ॥

অনন্তর যে বয়স সুকুমার শরীর লতার পক্ষে অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া উঠে, যাহা মদিরা নামে প্রসিদ্ধ নয়, অথচ অন্তঃকরণকে যেন সুরাপানে মত্ত করিয়া তুলে, যাহা পুষ্প নহে, অথচ কন্দর্পের অস্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকে, পার্ব্বতী বাল্যকালের অনন্তরবর্ত্তী সেই নবযৌবন নামক বয়স প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

নবযৌবন উদয় হইয়া তাঁহার শরীরের যে অবয়ব যে প্রকার ক্ষীণ বা পুষ্ট হওয়া উচিত সেই প্রকার করিয়া দিলে উহা এমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল, যেমন চিত্রপটে তূলিকা দ্বারা বর্ণবিন্যাস করিয়া দিলে হয়, অথবা যেমন সূর্য্যের কিরণে পদ্ম বিকসিত হইলে হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

তাঁহার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি-নখের কান্তি এমনি উজ্জ্বল রক্ত

র্ণ যে, যখন তিনি ধরাতলে চরণ বিন্যাস করিতেন, তখন বোধ হইত যেন উহা হইতে রক্তবর্ণ অলক্তক-রস নির্গত হইতেছে, যখন তিনি চলিয়া যাইতেন তখন যেন বোধ হইত যে ধরাতলে স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত করিতে করিতে যাইতেছেন ॥ ৩৩ ॥

রাজহংসদিগের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার নূপুরধ্বনি শিক্ষা করে অতএব তাহারাই যেন প্রত্যুপদেশ পাইবার আশয়ে সেই অবনতাঙ্গী নব-যুবতিকে বিলাসসুন্দর পাদবিন্যাস শিক্ষা দিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার দুই ঊরু বর্ত্তুলাকার ও ক্রমে কৃশ হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এত লাবণ্য বিদ্যমান ছিল যে বিধাতা বোধ করি পার্ব্বতী-শরীর নির্ম্মাণের জন্য যে পরিমাণ লাবণ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই ঊরুতে নিঃশেষ হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অঙ্গে দিবার জন্য বিধাতাকে নূতন লাবণ্য প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

হস্তিরাজের শুণ্ডের চর্ম্ম কঠোর, কদলীতরু নিতান্ত শীতল, এই কারণে জগদ্বিখ্যাত সৌন্দর্য্যশালী হইয়াও কি হস্তিশুণ্ড কি কদলীতরু পার্ব্বতীর ঊরুদ্বয়ের তুলনাস্থল হইতে পারে নাই ॥ ৩৬ ॥

নিন্দাস্পর্শ-শূন্যা সেই পার্ব্বতীর নিতম্বদেশের শোভা ইহাতেই অনুমান হইতে পারে যে, নারীমাত্রের আশার অতীত মহাদেবের ক্রোড়দেশে সেই নিতম্ব স্থান পাইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

অভিনবোদিত তাঁহার যে সূক্ষ্ম রোমাবলী গভীর নাভি-মণ্ডলের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা দেখিলে বোধ হইত যেন রসনার (চন্দ্রহার) মধ্যস্থিত ইন্দ্রনীল-মণির কিরণরাজি বস্ত্রের গ্রন্থি অতিক্রম করিয়া দেখা দিতেছে ॥ ৩৮ ॥

বেদির ন্যায় কৃশ মধ্য শালিনী সেই বালার কটিদেশে যে সুচারু ত্রিবলি ছিল তদ্দর্শনে জ্ঞান হইত যেন নব-যৌবন কন্দর্পের আরোহণের জন্য তিন সোপান রচনা করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

নীলোৎপল লোচনা পার্ব্বতীর পাণ্ডুবর্ণ স্তনযুগল এরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছিল যেন বোধ হইত যে পরস্পরকে পীড়া দিতেছে, আর কৃষ্ণবর্ণ-মুখ-বিশিষ্ট সেই দুই স্তনের মধ্যস্থলে মৃণাল সূত্রের পর্য্যন্ত অবস্থিতি অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

আমার জ্ঞান হয় যে পার্ব্বতীর দুই বাহু শিরীষ পুষ্প অপেক্ষাও সমধিক সুকুমার হইবেক। কারণ কন্দর্প মহা-দেবের নিকট পরাজিত হইয়াও সেই দুই বাহুকে মহাদেবের কণ্ঠমালা রূপে পরিণত করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

স্তনদ্বয় বিদ্যমান থাকাতে উন্নতানত তাঁহার যে বক্ষঃস্থল এবং গোল মুক্তার যে মালা তিনি গলায় পরিতেন, ইহারা পরস্পর পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল, সুতরাং ইহা বলা ভার যে বক্ষস্থলের ভূষণ মালা অথবা মালার ভূষণ বক্ষস্থল ॥ ৪২ ॥

স্বভাব-চঞ্চলা লক্ষ্মী যখন চন্দ্রে অধিষ্ঠান হয়েন, তখন

তাঁহার পদ্মে থাকিবার সুখ সম্ভোগ হয় না, সেই রূপ পদ্মে থাকিবার সময় চন্দ্রে থাকার আনন্দ তিনি অনুভব করিতে পান না। কিন্তু পার্ব্বতীর মুখে স্থান পাইয়া তাঁহার সেই দুই আমোদ এক কালে অনুভব হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

যদি নব পল্লবের উপর শ্বেতবর্ণ কোন কুসুম সংস্থাপিত হয় অথবা যদি পরিষ্কার প্রবালের উপর মুক্তাফল সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ রক্ত বর্ণ দুই ওষ্ঠের উপর বিরাজমান শুভ্র দশন কান্তি সুশোভিত পার্ব্বতীর যে মধুর হাস্য, তাহার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

মধুরভাষিণী পার্ব্বতীর স্বর যেন অমৃত বর্ষণ করিত, সেই স্বরে যখন তিনি কথা কহিতেন, তখন কোকিলার রবও তেমনি কঠোর বোধ হইত, যেমন তন্ত্রী ছিন্ন হইবার পর বীণা বাদন করিলে তাহা কখনই মিষ্ট বোধ হয় না ॥ ৪৫ ॥

সেই বিশাল-লোচনার যে চঞ্চল দৃষ্টি, বায়ু সংযোগে আন্দোলিত নীল পদ্মের সহিত উহার কিছুই বৈলক্ষণ্য ছিল না। সেই দৃষ্টি তিনিই হরিণীগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, অথবা হরিণীরাই তাঁহার নিকট পাইয়াছিল, ইহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ॥ ৪৬ ॥

সুদীর্ঘ সুশোভন তাঁহার দুই ভ্রূ যেন অঞ্জন সহযোগে তূলিকা দ্বারা আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ জ্ঞান হইবার কথা। যখন সেই ভ্রূযুগল কামিনীজন-সুলভ বিলাস গুণে সঞ্চালিত হইত, তখন কন্দর্প আর অহঙ্কার করিতেন না যে তাঁহার ধনুর গুণ সুশ্রী ॥ ৪৭ ॥

চমরীজাতি আপনাদের চামরের কেশের প্রতি সাতিশয় মমতা করিয়া থাকে। কিন্তু যদি পশু পক্ষী আদি ইতর প্রাণীর অন্তঃকরণে লজ্জার সঞ্চার থাকিত, তাহা হইলে পার্ব্বতীর পরম রমণীয় কেশ কলাপ অবলোকন করিলে নিজ পুচ্ছ লোমের প্রতি তাহাদিগের সে প্রকার স্নেহ থাকিত না॥ ৪৮॥

ফলত বিধাতার বোধ করি ইচ্ছা হইয়া থাকিবেক যে অশেষ প্রকার সৌন্দর্য্য একত্র সংগ্রহ করিলে দেখিতে কেমন হয়, এই নিমিত্ত চন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যেখানে যত উপমা দিবার বস্তু ছিল, সে সমস্ত পার্ব্বতী-শরীরের যথাযোগ্য অবয়বে সংস্থাপন পূর্ব্বক অতি যত্নে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ ৪৯॥

নারদ মুনির অভ্যাস ইচ্ছামতে সর্ব্বত্র গতি বিধি করেন। তিনি একদা হিমালয় ভবনে সেই কন্যাটীকে দেখিয়া আদেশ করিলেন যে ইনি পরে মহাদেবের একমাত্র গৃহিণী হইবেন, এবং এরূপ প্রণয় স্বামীর সহিত হইবে যে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ ইনি প্রাপ্ত হইবেন॥ ৫০॥

এই নিমিত্ত তাঁহার পিতা নব যৌবন উপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার নিমিত্ত অন্য পাত্র অন্বেষণ করেন নাই। কারণ মন্ত্রপাঠ সহকারে ঘৃতাহুতি যে নিক্ষেপ করা, সে কেবল অগ্নিতেই হইতে পারে, স্বর্ণ রজতাদি অন্যান্য তেজঃ পদার্থ উহার ভাগী হয় না॥ ৫১॥

কিন্তু পর্ব্বতরাজ শিব নিজে না প্রস্তাব করিলে স্বয়ং

যাঁইয়া যে কন্যা সমর্পণ, তাহা কোন মতেই করিতে পারিলেন না। কারণ পাছে আমার অনুরোধ রক্ষা না হয় এই ভয়ে ভদ্র লোককে নিতান্ত অভিলষিত বিষয়েও অনুদ্যোগী হইয়া থাকিতে হয় ॥ ৫২ ॥

সুশোভন দন্তশালিনী সেই পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে যে সময়ে দক্ষ প্রজাপতির প্রতি কুপিত হইয়া সতী দেহ পরিত্যাগ করেন, সেই অবধিই দেবদেব পশুপতি সংসারবাসনা বর্জিত ও গৃহিণীশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ৫৩ ॥

সেই প্রভু চর্ম্মাম্বর পরিধানে তপস্যারসে মনোনিবেশপূর্ব্বক, গঙ্গার প্রবাহে দেবদারু-বৃক্ষ অভিষিক্ত হইতেছে, মৃগনাভির সৌরভে আমোদিত হইয়া আছে, কিন্নরেরা সদা গান করিতেছে, এরূপ এক সানুদেশে হিমালয়োপরি বাস গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তখন তাঁহার অনুচর প্রমথগণ নমেরুবৃক্ষের পুষ্প কর্ণে ধারণ পূর্ব্বক সুকুমার ভূর্জ্জবল্কল পরিধান করিয়া এবং মনঃশিলা নামক রক্তবর্ণ ধাতুরসে শরীর চিত্র বিচিত্র করিয়া সুরভি উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ শিলাতলে উপবেশন করিল ॥ ৫৫ ॥

তখন মহাদেবের বাহন বৃষরাজ সিংহের গর্জ্জন শ্রবণে কুপিত হইয়া অহঙ্কারভরে ঘনীভূত তুষার খণ্ডের উপর খুরাঘাত করিতে লাগিল, এবং গবয় নামক হরিণেরা ভয়ে ভয়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি অগ্নি, সেই নিজ মূর্ত্তিভূত অগ্নিকে যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া প্রভু স্বয়ং

সর্ব্বকামনাফলের বিধান কর্ত্তা হইয়াও কোন নিগূঢ় অভিলাষে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবতাদিগের পূজনীয় অতুলিত মহিমশালী সেই প্রভুকে অর্ঘদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া পর্ব্বতরাজ আপন-কন্যাকে আদেশ করিলেন যে যাও, তোমার দুই সখীর সহিত পবিত্রমনে দেব-দেবের সেবা করগে ॥ ৫৮ ॥

স্ত্রীলোক, সুতরাং তপস্যার ব্যাঘাত ঘটাইবার বস্তু, ইহা জানিয়াও মহাদেব পার্ব্বতীর শুশ্রূষা বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কারণ তাঁহার সদৃশ জিতেন্দ্রিয়গণ চিত্তচাঞ্চল্যের অশেষ হেতুর মধ্যবর্ত্তী হইয়াও সুস্থির থাকিতে পারেন ॥ ৫৯ ॥

সুচারু কেশকলাপবতী সেই কন্যা শিবের পূজার পুষ্প তুলিয়া আনিয়া দিতেন, নিপুণতা সহকারে হোমবেদি পরি-ষ্কার করিয়া দিতেন, স্নানের জল ও কুশ আনিয়া দিতেন। এই রূপ নিত্য নিত্য মহাদেবের পরিচর্য্যা কর্ম্মে নিযুক্ত রহিলেন। আর যখন যখন পরিশ্রম বোধ হইত, তখন তখন তাঁহার মস্তকস্থিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় দেহ শীতল করিতেন ॥ ৬০ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

সেই সময়ে তারকাসুর দেবতাদিগের উপর দুঃসহ উপ-দ্রব আরম্ভ করাতে তাঁহারা ইন্দ্রকে প্রধান করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন॥ ১॥

সরোবরে তাবৎ পদ্ম মুদিত আছে এমন সময়ে যেমন প্রভাত হইলে সূর্য্য উদয় হয়েন, তেমনি সেই সকল দেবতার মুখশ্রী মলিন, এ অবসরে ব্রহ্মা দেখা দিলেন॥ ২॥

অনন্তর, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার মুখ চারিদিকে আছে, যিনি বাক্যের অধিপতি, সেই ব্রহ্মাকে দেবতারা নমস্কার করিয়া নিম্নলিখিত স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন; তবে অন্যান্য স্তুতি বাক্য যেরূপ মিথ্যা ও নিরর্থক হইয়া থাকে, এগুলি সেরূপ নহে, সকল কথাই ব্রহ্মার পক্ষে যথার্থ ও সার্থক॥ ৩॥

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র মূর্ত্তিধারী ছিলেন, সত্ব রজ তম এই তিন গুণের আশ্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নমস্কার॥ ৪॥

হে জন্মবিহীন পুরুষ! কারণ, জলের মধ্যে আপনি যে অব্যর্থ বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। আপনাকে সুতরাং উহার আদিকারণ বলিয়া কীর্ত্তন করে॥ ৫॥

আপনি এক বটেন, কিন্তু তিন মূর্ত্তিতে নিজ মহিমা প্রকটিত করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ স্বরূপ হইয়া আছেন ॥ ৬ ॥

সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে আপনি নিজ মূর্ত্তিকে যে দুই খণ্ডে পৃথক্‌কৃত করেন, তাহারাই স্ত্রী ও পুরুষ রূপে পরিণত হয়, সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ তোমার মূর্ত্তির অংশ স্বরূপ। আর সেই স্ত্রী পুরুষ হইতেই তাবৎ শরীরী পদার্থ জন্মলাভ করিয়াছে, তাঁহারা শরীরী বস্তুমাত্রের জনক জননী স্বরূপ ॥ ৭ ॥

আপনার যে কাল পরিমাণ, তদনুসারে আপনি দিবা রাত্রি বিভাগ করিয়া যখন নিদ্রা যান, তখন সংসারের প্রলয় হয়, যখন জাগরিত হয়েন, তখন উহার সৃষ্টি হয় ॥ ৮ ॥

আপনি জগতের কারণ, আপনার কারণ কেহ নাই, আপনি জগৎকে শেষ করেন, কিন্তু আপনাকে শেষ করিবার কেহ নাই; আপনি জগতের অগ্রে ছিলেন, কিন্তু আপনার অগ্রে কেহ ছিল না; আপনি জগতের প্রভু, কিন্তু আপনার প্রভু কেহ নাই ॥ ৯ ॥

আপনাকে জানিতে আপনি নিজেই যা জানেন; আপনার সৃষ্টি আপনি নিজেই করেন; আর সর্ব্বকর্ম্মক্ষম যে আপনার নিজ আত্মা, তদ্দ্বারা আপনি আপনাতেই লীন হয়েন ॥ ১০ ॥

আপনার যাহা ইচ্ছা সেই ক্ষমতা ধারণ করিতে পারেন; ইচ্ছা হইলে দ্রব পদার্থ হয়েন, ইচ্ছা হইলে কঠিন বস্তু হয়েন; ইচ্ছামতে স্থূল ও সূক্ষ্ম, লঘু ও গুরু এবং প্রকাশ

ও অপ্রকাশ, সকল প্রকার বস্তুই স্বেচ্ছানুসারে হইতে পারেন ॥ ১১ ॥

যে সকল পরম পবিত্র বাক্যের আরম্ভে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়, যাহাদিগের উচ্চারণ কালে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরের প্রয়োগ করিতে হয়, যাহারা উপদেশ দিয়া থাকে যজ্ঞ করিবার জন্য, এবং স্বর্গ হইবে এই পুরস্কারের প্রত্যাশা দেয়, সেই সমস্ত বেদ বাক্যের উৎপত্তি আপনা হইতেই হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

সাংখ্য দর্শনে যে প্রকৃতির কথা আছে, যিনি পুরুষের ভোগ্য বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন এবং যে পুরুষের কথা আছে, যিনি নিশ্চিন্ত ও নির্লেপ থাকিয়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন, সেই শাস্ত্রোল্লিখিত প্রকৃতি ও পুরুষ, এ উভয়ই আপনি ॥ ১৩ ॥

আপনি পিতৃপুরুষদিগেরো পিতা, আপনি দেবতাদিগেরো দেবতা, আপনি সকল সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, আপনি অন্যান্য সৃষ্টিকর্ত্তাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

আপনিই আহুতি, আপনিই হোম করেন; আপনিই আহারের বস্তু, আপনিই আহার করেন; আপনিই জানিবার বস্তু এবং আপনিই উহা জানেন; আর আপনিই ধ্যান করিবার বস্তু অথচ আপনি ধ্যান করেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মা দেবতাদিগের মুখ বিনির্গত এই সমস্ত মিথ্যাস্পর্শ শূন্য সুমধুর স্তুতিবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রসন্নতাপূর্ণ অনুকূল অন্তঃকরণে তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন ॥ ১৬ ॥

দ্রব্য গুণ ক্রিয়া জাতি এই চারি লইয়া ভাষা; অতএব

সেই প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা ব্রহ্মা যখন আপনার চারি মুখে বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন ভাষার পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অবয়ব যেন চরিতার্থতা লাভ করিল ॥ ১৭ ॥

হে প্রভূত পরাক্রমশালী যুগকাষ্ঠ তুল্য দীর্ঘ বাহুধারী দেবগণ! আপনারা যে সকলে একত্রে আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি আপনাদিগের মঙ্গল ত? আপনারা নিজ নিজ ক্ষমতা-বলে আপন আপন পদ অধিকার করত কালযাপন করি-তেছেন ত? ॥ ১৮ ॥

ব্যাপারটা কি? যেমন শীতকালের সমাগমে আকা-শের গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হইয়া যায়, সেই রূপ আপনাদিগের মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের মত স্বভাব সিদ্ধ আলোকময় কান্তি আজি দেখিতে পাই না কেন? ॥ ১৯ ॥

দেখিতেছি যে ইন্দ্রের বজ্র হইতে পূর্ব্বে যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্যোতি নির্গত হইত, তাহা সকলি নির্ব্বাণ হইয়াছে, তাহাতে আর নানা বর্ণের বিচিত্র শোভা দেখিতেছি না, জ্ঞান হয় যেন উহার ফলায় আর ধার নাই ॥ ২০ ॥

আরো দেখিতেছি, বরুণের হস্তে এই যে নাগপাশ, যাহাকে নিবারণ করা শত্রুবর্গের অসাধ্য, উহার এখন তেমনি দশা হইয়াছে, যেমন মন্ত্রবলে সর্পকে নিস্তেজ করিয়া দিলে তাহার অবস্থা হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কুবেরের হস্তে গদা নাই, উঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে; দেখিলেই জ্ঞান হয় যেন

উনি কোথাও অপদস্থ হইয়া অন্তঃকরণে ঘোর যাতনা ভোগ করিতেছেন ॥ ২২ ॥

যমও দেখিতেছি যে আপন দুর্দ্ধর্ষ দণ্ডদ্বারা পৃথিবীতে আঁক কাটিতেছেন, যমদণ্ডের সেই প্রভা কোথা গেল? লোকে নির্ব্বাণ অঙ্গার লইয়া যে ব্যবহার করে, উনি আপনি আপনার দণ্ডের প্রতি সে ব্যবহার কেন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

আর এই যে দ্বাদশ দিবাকর, ইহাদিগের তেজ নষ্ট হইয়া শীতল হইল কেন? চিত্রপটে লিখিত সূর্য্যের ন্যায় উঁহা-দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ক্লেশ হয় না কেন? ॥ ২৪ ॥

যে পথে স্রোত যাইতেছিল, তদ্বিপরীত দিকে উহার গতি দেখিলে যেমন বুঝা যায় যে কোথাও স্রোতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ এই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর অস্থিরতা দর্শনে বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে ইঁহাদিগের গতি আর স্বেচ্ছাধীন নাই ॥ ২৫ ॥

একাদশ রুদ্রের মস্তকের জটাজূট যেরূপ অবনত হই-য়াছে এবং উহাতে চন্দ্রকলাগুলি যে প্রকার লম্বমান হইয়া আছে, তদ্দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে পূর্ব্বে উঁহাদিগের হুঙ্কারে যেরূপ শত্রু বিনাশ হইত, এখন আর সেরূপ হয় না ॥ ২৬ ॥

যেমন বিশেষ সূত্রের প্রয়োগ স্থলে সামান্য সূত্র প্রয়োগ হয় না, তদ্রূপ আপনাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত পদগুলি কি প্রবল-তর শত্রুদিগের দ্বারা অপহৃত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

অতএব হে বৎসগণ! বল কি অভিলাষে আমার নিকট

সকলে মিলিয়া আসিয়াছ? কারণ আমি লোকদিগের সৃষ্টি-মাত্র করিয়া থাকি, কিন্তু উহাদিগকে রক্ষা করিবার ভার তোমাদিগের হস্তেই ন্যস্ত আছে ॥ ২৮ ॥

তখন দেবরাজ বৃহস্পতির প্রতি আপনার সহস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃত্তান্ত বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। এই রূপে তাঁহার সেই সকল পদ্মপলাশতুল্য লোচন প্রেরিত হওয়াতে জ্ঞান হইল যেন সুমন্দ বায়ু হিল্লোলে পদ্মবন আন্দোলিত হইয়া গেল ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, বৃহস্পতির দুই চক্ষু, তথাপি ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর অতীত বস্তু দর্শন করাইয়া বৃহস্পতিই দিয়া থাকেন, সেই বৃহস্পতি এখন কৃতাঞ্জলি হইয়া পদ্মাসন ব্রহ্মাকে এই সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করি-লেন ॥ ৩০ ॥

হে ভগবন্। আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা যথার্থ; সত্যই বিপক্ষেরা আমাদিগের পদ অপহরণ করি-য়াছে। আর, প্রভো, আপনি যে ইহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ তাবৎ ব্যক্তির অন্তরাত্মার মধ্যে আপনি বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

তারক নামে প্রবল পরাক্রান্ত অসুর আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে তেজস্বী হইয়া ধূমকেতুর ন্যায় ত্রিলোকীর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥

সেই অসুরের পুরী মধ্যে সূর্য্য দেবের সাধ্য নাই যে প্রখর কিরণবিতরণ করেন। তাহার পুষ্করিণীর পদ্ম যাহাতে

প্রস্ফুটিত হয়, তৎপরিমাণ আতপ তিনি তথায় প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৩৩॥

চন্দ্র কি কৃষ্ণ কি শুক্ল উভয় পক্ষেই ষোড়শ কলা পূর্ণ করিয়া তাহার মন যোগাইয়া থাকেন। কেবল মহাদেবের মস্তকের ভূষণ স্বরূপ যে চন্দ্রকলা খানি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন না॥ ৩৪॥

পাছে পুষ্প অপহরণ করে, একারণ তাহার উদ্যানে বায়ুর গতি নিষিদ্ধ, এবং সেই অসুরের নিকটেও যেন ব্যজন সঞ্চালন হইতেছে এই ভাবে বায়ু দিবা নিশি বহিয়া থাকেন॥ ৩৫॥

ঋতুগণ তাহার উদ্যানপালক স্বরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব হইবার স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমাগত অশেষ পুষ্প উৎপাদন করত তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

সমুদ্রের মধ্যে সেই অসুররাজকে উপঢৌকন দিবার যোগ্য যে সকল রত্ন উৎপন্ন হয়, সমুদ্র সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া সেই গুলিকে দেখিতে থাকেন এবং ভাবেন, কবে সে গুলি সুসম্পন্ন হইবেক এবং কবে উপঢৌকন দিতে পারিবেন॥ ৩৭॥

রাত্রি কালে বাসুকি প্রভৃতি বিষধরগণ মস্তকস্থিত জাজ্জ্বল্যমান মণি দ্বারা সেই অসুরের ভবনে অনির্ব্বাণ-শীল প্রদীপ স্বরূপ তাহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন॥ ৩৮॥

এমন কি স্বয়ং ইন্দ্র পর্য্যন্ত সেই অসুরের নিকট অনু-

গ্রহের প্রত্যাশা করিয়া থাকেন এবং সেই উদ্দেশে বারংবার লোক পাঠাইয়া কল্পবৃক্ষ সমুৎপন্ন পুষ্প-রাশি তাহার নিকট প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

এই রূপে সকলেই তাহার সেবা করে, তথাপি সে ত্রিভুবনের উপর অত্যাচার করিতে বিরত হয় না। দুষ্ট লোকের স্বভাবই এই, সে সদ্ব্যবহার করিলে ক্ষান্ত হয় না, প্রতিফল পাইলেই সুস্থির হয় ॥ ৪০ ॥

নন্দন কাননের যে সকল তরুর পল্লব গুলি দেব নারীরা কোমল কর-পল্লব দ্বারা দয়ার সহিত তুলিয়া লইতেন, সেই সমস্ত তরু বর্গ আজি তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে ছেদন ও পাতন হওয় যে কি, তাহা অনুভব করিতেছে ॥ ৪১ ॥

সেই অসুর যখন নিদ্রা যায়, যুদ্ধে বন্দীকৃত দেবনারীরা তাহাকে চামর ব্যজন করিয়া থাকে, তখন সেই চামরের বায়ু ও তাহাদিগের দীর্ঘ নিশ্বাস এক হইয়া যায় এবং তাঁহাদিগের অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু হইয়া চামর হইতে বর্ষণ হয় ॥ ৪২ ॥

সুমেরু পর্ব্বতের যে সকল অত্যুন্নত শিখরের উপর সূর্য্যের গমনের সময় তাঁহার রথের অশ্বেরা খুরাঘাত করিয়া থাকে, তারকাসুর সেই গুলি ভঙ্গ করিয়া আপনার গৃহে ক্রীড়াপর্ব্বত রচনা করিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

স্বর্গ গঙ্গা মন্দাকিনীতে এখন জল মাত্র আছে, তাহাও আবার স্নানাবতীর্ণ দিগ্‌গজদিগের মদজল সংস্রবে কলুষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তথায় যে স্বর্ণ কমলিনী ছিল, এখন তারকাসুরের পুষ্করিণীই উহার আধার হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

পাছে অকস্মাৎ তারকাসুর আসিয়া উপস্থিত হয় এই ভয়ে, পূর্ব্বে যে পথে দিব্যরথ চলিত, এখন সেখানে কেহ গতায়াত করে না, সুতরাং সুর-লোক-বাসী দিব্য পুরুষে নানা ভুবন পরিভ্রমণ করিবার আমোদ এখন আর অনুভব করেন না ॥ ৪৫ ॥

অগ্নিই আমাদের মুখ, সেই মুখে যখন সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক হোমকর্ত্তারা আহুতি প্রদান করিতে থাকেন; তখন সেই দুরাত্মা মায়া বলে আমাদিগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের মুখের আহার অপহরণ করে, আমরা কেবল চাহিয়া থাকি ॥ ৪৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবা নামে ইন্দ্রের যে উন্নতদেহশালী পরম সুন্দর ঘোটক, তাহাও সেই অসুর অপহরণ করিয়াছে; সেই অপহরণেই যেন দেবরাজের চিরজীবনের উপার্জিত মূর্ত্তিমান্ যশোরাশি অপহরণ করা হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

যেমন সান্নিপাতিক জ্বর বিকার হইলে প্রধান প্রধান ঔষধ দ্বারাও তাহার প্রতীকার হয়না, সেইরূপে সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমরা যত উপায় প্রয়োগ করি, সকলি নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

নারায়ণের সুদর্শন চক্রের উপর আমাদিগের যুদ্ধে জয়লাভের আশা, কিন্তু সেই চক্র তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিয়া অগ্নিশিখা প্রকাশ পূর্ব্বক যেন তাহার বক্ষস্থলে অলঙ্কার পরাইয়া দেয় ॥ ৪৯ ॥

সেই অসুরের হস্তীরা সম্প্রতি ঐরাবতকে পরাভবপূর্ব্বক

পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি প্রলয় কালীন মেঘের উপর দন্তাঘাত করিয়া ক্রীড়া করে ॥ ৫০ ॥

অতএব হে প্রভু, যেমন মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ সংসার বন্ধন সমুচ্ছেদনকারী কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, তদ্রূপ আমাদিগের ইচ্ছা যে সেই দুরাত্মার বিনাশের নিমিত্ত একজন সেনাপতি সৃষ্টি করি ॥ ৫১ ॥

সেই সেনাপতি এইরূপ হইবেন যে তাঁহাকে দেবসেনার রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপ যুদ্ধের অগ্রভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রশত্রু দিগের হস্ত হইতে বন্দীমোচনের ন্যায় জয়লক্ষ্মীকে প্রত্যানয়ন করিবেন ॥ ৫২ ॥

বৃহস্পতির কথা শেষ হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, উহা মেঘগর্জ্জনের উত্তরকালীন বৃষ্টি অপেক্ষাও সমধিক রমণীয় বোধ হইল ॥ ৫৩ ॥

তোমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর। পরন্তু স্বয়ং আমি এবিষয়ের নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না ॥ ৫৪ ॥

আমার নিকট হইতেই সেই অসুর উন্নতি লাভ করিয়াছে, আমার উচিত নয় যে উহাকে ধ্বংস করি। দেখ, বিষবৃক্ষকেও প্রতিপালন করিলে স্বয়ং ছেদন করিতে মায়া করে ॥ ৫৫ ॥

সেই অসুর আমার নিকট এই বরই চাহিয়াছিল, আমিও তাহাতে স্বীকার হইয়াছিলাম। যেরূপ ঘোরতপস্যা সে আরম্ভ করিয়াছিল, বর না দিলে সমস্ত সংসার দগ্ধ হইত ॥ ৫৬ ॥

সেই অসুর যে প্রকার রণপণ্ডিত সে যখন যুদ্ধে নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিবে, তখন তাহার পুরোবর্ত্তী হয় এমন পুরুষ কে আছে; তবে মহাদেবের ঔরসজাত সন্তান হইলে এক দিন পারিতে পারে ॥ ৫৭ ॥

কারণ সেই প্রভু মহাদেব তমোগুণাতীত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর; তাঁহার ক্ষমতার ইয়ত্তা করিতে আমিও পারিনা, নারায়ণও পারেন না ॥ ৫৮ ॥

মহাদেবের মন তপস্যাতে আসক্ত আছে, অতএব পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্য দ্বারা চুম্বক দ্বারা লৌহাকর্ষণের মত তাঁহার চিত্ত তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতে হইবেক ॥ ৫৯ ॥

কারণ মহাদেবের বীর্য্য-পতন সন্ধারণ করিতে পার্ব্বতীই পারিবেন, যেমন মহাদেবের জলময়ী মূর্ত্তি আমার বীর্য্যপাত সন্ধারণ করিয়াছিল ॥ ৬০ ॥

সেই প্রভু নীলকণ্ঠের পুত্র তোমাদ্দিগের সেনাপতি পদ গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বন্দীকৃত দেবমহিলাদিগের বেণীবন্ধ মোচন পূর্ব্বক বিরহিণী বেশ অপনয়ন করিবেন ॥ ৬১ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। দেবতারাও মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৬২ ॥

তথায় দেবরাজ অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক মনে মনে কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার সেই মন উপস্থিত

কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্রতা বশত স্বাভাবিক বেগের দ্বিগুণ বেগে ধাবমান হইল ॥ ৬৩ ॥

স্মরণমাত্রে কন্দর্প কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহার পুষ্পময় ধনুকখানি কণ্ঠে সংলগ্ন রহিয়াছে, সেই কণ্ঠে নিজ পত্নী রতির আলিঙ্গনচিহ্নস্বরূপ বলয়ের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তাঁহার ধনুকের দুই প্রান্তভাগ সুন্দরী রমণীদিগের ভ্রূ লতার ন্যায় সুশ্রী দেখাইতেছে, আর বসন্ত তাঁহার সঙ্গে, বসন্তের হস্তে কন্দর্পের বাণ আম্রমুকুল সংস্থাপিত রহিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

তৃতীয় সর্গ।

কন্দর্প আসিবামাত্র ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু অন্যান্য সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া এককালে তাঁহার উপর পতিত হইল। প্রভুরা প্রায়ই কার্য্যবিশেষের অনুরোধে আশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন এক জনকে কখন বা অন্য জনকে সমধিক সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র তাঁহাকে আপন সিংহাসনের অতি নিকটে বসিবার স্থান দিলেন, তাহাতে কন্দর্প প্রভুর এতাদৃশ পরম অনুগ্রহ শিরোধার্য্য করিয়া গোপনে ইন্দ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

কোন্ ব্যক্তির কি ক্ষমতা তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব ত্রিভুবনে আমাকে কি করিতে হইবেক আজ্ঞা করুণ। আপনি স্মরণ করাতেই অনুগৃহীত হইয়াছি, এখন কোন কার্য্যের আদেশ করিলে সেই অনুগ্রহ আরো অধিক হইল জ্ঞান করিব ॥ ৩ ॥

বলুন ত, কে আপনার পদ পাইবার অভিলাষে বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়া আপনার ঈর্ষ্যা সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। আমি এখনি এই ধনুকে বাণ যোজনাপূর্ব্বক তাহাকে মদীয় আজ্ঞা বহন করিতে নিযুক্ত করিতেছি ॥ ৪ ॥

কে বলুন ত আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসার যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য মুক্তি পথের পথিক হইয়াছে? যখন বিলাসিনীরা পর্য্যায়ক্রমে দুই ভ্রূকে চঞ্চল করিয়া রমণীয় কটাক্ষ বিক্ষেপ করিবে, যিনিই কেন হউন না, সেই কটাক্ষ পাশে তাঁহাকে অবশ্য বদ্ধ থাকিতে হইবেক ॥ ৫ ॥

সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্যও যদি কাহাকেও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, তথাপি বিষয়ানুরাগ নামক আমার যে গুপ্তচর আছে, তাহাকে আমি তাহার নিকট পাঠাইতে পারি, এবং জলপ্রবাহ যেরূপ নদীর দুই তীর ভগ্ন করে, তেমনি ধর্ম্ম ও অর্থ নষ্ট করিতে পারি। বলুন আপনার এরূপ শত্রু কে আছে যে আমি তাহাকে উক্ত প্রকারে নিপাত করি ॥ ৬ ॥

কোন্ কামিনী নিজ সৌন্দর্য্যগুণে আপনার চঞ্চল মনে প্রবেশ করিয়াছে, অথচ পতিব্রতাধর্ম্ম পালন করে বলিয়া আপনার বশতাপন্ন হইতেছে না? যদি বলেন, ত আমার অস্ত্রপ্রভাবে সে লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজে আসিয়া আপনার কণ্ঠ ধারণ করিবে এখন ॥ ৭ ॥

হে বিলাসিন্! বলুন ত কোন্ রমণী অন্য নারীর সহিত আপনার প্রসক্তির কথা অবগত হইয়া এত দূর কুপিত হইয়াছে, যে আপনি পায়ে ধরিলেও প্রসন্ন হয় নাই। এখনি আমি তাহার শরীর মদন সন্তাপে এরূপ জর্জরীভূত করিয়া তুলিব, যে পল্লবের শয্যায় শয়ন করা ব্যতীত তাহার গত্যন্তর থাকিবে না ॥ ৮ ॥

হে বীর! ক্ষান্ত হউন, আপনার বজ্র বিশ্রাম করুক আমার যে বাণগুলি আছে, তাহা দ্বারাই আমি যে অসুরকে বলিবেন তাহাকেই এরূপ বীর্য্যহীন ও নিস্তেজ করিয়া তুলিব যে স্ত্রীলোকেরও কোপপ্রযুক্ত অধরস্ফুরণ দর্শন করিয়া সে ভয়ে কম্পমান হইবেক ॥ ৯ ॥

যদিও পুষ্পই আমার অস্ত্র, তথাপি আপনার প্রসাদে এই বসন্তকে একমাত্র সহায় পাইয়া, মনে করিলে সেই পিনাকপাণি মহাদেবের পর্য্যন্ত চিত্ত চঞ্চল করিতে পারি, অন্যান্য বীরের কথা আর কি বলিব? ॥ ১০ ॥

কন্দর্পের এই বাক্য শেষ হইলে ইন্দ্র ঊরুদেশ হইতে এক খানি চরণ অবতারণপূর্ব্বক সিংহাসনের পাদপীঠে সংস্থাপন করিলেন, সেই পাদপীঠ যেন তাহাতে বিশেষ অনুগৃহীত হইয়া গেল। আর তিনি যে কার্য্য সিদ্ধির জন্য স্থির সংকল্প হইয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য কন্দর্পের উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১১ ॥

সখে, যাহা বলিলে, সকলি তুমি পার। যেহেতু দুই খানি অস্ত্রের উপর আমার নির্ভর, এক বজ্র আর তুমি। কিন্তু বজ্রের ক্ষমতা নাই যে তপোবীর্য্য সম্পন্ন মহাপুরুষদিগকে আঘাত করে। কিন্তু তুমি আমার যে অস্ত্র, তাহা সর্ব্বত্র প্রয়োগ হয়, কার্য্যসিদ্ধিও করে ॥ ১২ ॥

তোমার বলবীর্য্য অবগত আছি, এনিমিত্ত তোমাকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া এক গুরুতর কর্ম্মে নিয়োগ করিব। দেখ নারায়ণ দেখিলেন যে অনন্ত সর্প পৃথিবীর

ভার ধারণ করিতে সক্ষম তবে তিনি উহাকে আপন দেহ বহন করিবার ভার দিয়া ক্ষীর সমুদ্রে শয়ন করেন ॥ ১৩ ॥

আর মহাদেবের প্রতি বাণ প্রয়োগের কথা উত্থাপন করিয়া, আমাদিগের সংকল্পিত কর্ম্মের ভার তোমার এক প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে। তোমার অবগতির নিমিত্ত কহিতেছি যে যজ্ঞই দেবতাদিগের আহার, তাঁহাদিগের বিপক্ষবর্গ এখন প্রভাবশালী হইয়া উহাদিগের সেই বৃত্তি প্রায় লোপ করিয়াছে, একারণ উঁহারা মহাদেবের প্রতি তুমি বাণ প্রয়োগ কর ইহা অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

ফলিতার্থ এই যে, এই যে দেবতাগণ দেখিতেছ, ইঁহারা শত্রুপরাভবের উদ্দেশে মহাদেবের ঔরসজাত এক জন সেনাপতি পাইবার কামনা করিতেছেন। কিন্তু মহাদেব এখন পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন, নিরন্তর মন্ত্র জপ করিতেই ব্যগ্র, এ অবস্থায় তোমার বাণ ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহাকে আত্মীয় কার্য্য-সিদ্ধি বিষয়ে আয়ত্ত করা যাইতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

হিমালয়ের পরম পুণ্যবতী যে কন্যা আছেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি তপোনিষ্ঠ মহাদেবের অভিলাষ সঞ্চার হয়, সেই চেষ্টা তোমাকে করিতে হইবেক, কারণ নারীজাতীর মধ্যে কেবল তিনিই মহাদেবের বীর্য্যপতন সন্ধারণ করিতে সক্ষম, ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আর অপ্সরাগণের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, পিতার আদেশ মতে তাঁহার নন্দিনী হিমালয়ের অধিত্যকাবাসী

তপোনিরত মহাদেবের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। একথা অপ্রত্যয় করিতে নাই, কারণ যে অপ্সরাগণ এই সংবাদ দিয়াছে, তাহারা আমারি প্রেরিত ॥ ১৭ ॥

অতএব শুভ যাত্রা কর, দেবতাদিগের কার্য্য উদ্ধার কর। এই যে কার্য্য, ইহা সম্পন্ন হইতে অন্যান্য অনেক কারণের সহকারিতা আবশ্যক, কিন্তু প্রধান কারণ তুমি, তোমার অপেক্ষায় রহিয়াছে; ধান্যের অঙ্কুর যেমন জল বিনা উদয় হয় না, তেমনি এই কার্য্য তোমা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইবেক না ॥ ১৮ ॥

মহাদেবই এখন দেবতাদিগের জয়লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ, আর তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ কেবল তুমিই করিতে পার, অতএব তুমি কি কৃতী পুরুষ! অসাধারণ কর্ম্ম যদি নিতান্ত সামান্যও হয়, তথাপি তাহা যে সম্পন্ন করে, তাহার যশ হয়, কিন্তু এরূপ গুরুতর অথচ অনন্যসাধ্য কর্ম্ম করিলে তোমার যে কি কীর্ত্তি হইবেক, তাহা আর বলিয়া কি জানাইব? ॥ ১৯ ॥

এই যে দেবতারা, ইঁহারা তোমার নিকট উপযাচক, যে কার্য্য করিবে, তাহাতে ত্রিভুবনের উপকার হইবে। ইহা সম্পন্ন করিবে ধনুকের দ্বারা, অথচ রক্তপাত বা নিষ্ঠুরতা করিতে হইবেক না। কি চমৎকার! আজি তোমার এই পরাক্রমের অধিকারী হইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ॥ ২০ ॥

আর বসন্ত ত তোমার চিরসঙ্গী আছেনই, উঁহাকে না বলিলেও উনি এই কর্ম্মে তোমার সহায় হইবেন। 'ওহে

বায়ু যাইয়া অগ্নির সাহায্য কর' এ কথা বায়ুকে আর বলিয়া দিতে হয় না ॥ ২১ ॥

কামদেব ইন্দ্রের এই আজ্ঞা যেন প্রভুর প্রসাদীয় মালার ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় হইলেন। ইন্দ্রের করতল ঐরাবতকে উৎসাহদানার্থ চপেটাঘাত করিয়া করিয়া কর্কশ হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তিনি গমনোদ্যত কামদেবের দেহ স্পর্শ করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ॥ ২২ ॥

তাঁহার প্রিয়বন্ধু বসন্ত এবং গৃহিণী রতি নানা অস্বস্তি আশঙ্কা করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কামদেব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণ থাকুক আর যাউক, কার্য্য সিদ্ধ করিতেই হইবে। এই ভাবে তিনি হিমালয়স্থিত মহাদেবের তপোবনে উপনীত হইলেন ॥ ২৩ ॥

তথায় কামদেবের অহঙ্কার স্বরূপ স্বয়ং বসন্ত আবির্ভূত হইয়া তপোনিষ্ঠ ঋষিগণের চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট করিবার তাবৎ উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া আপন মহিমা প্রকটন করিলেন ॥ ২৪ ॥

উষ্ণকিরণধারী সূর্য্যদেব, কুবের যে দিকের অধিপতি, সেই দিকের প্রতি গমনোদ্যত হইয়া অসময়ে দক্ষিণ দিক্‌কে পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে দক্ষিণ দিক্ অকারণে পরিত্যক্ত অবলার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস তুল্য মলয়বায়ু আপন মুখ হইতে বহমান করিয়া দিলেন ॥ ২৫ ॥

অশোকতরু অবিলম্বে পল্লব ও পুষ্প প্রসব করিতে লাগিল, এমন কি উহার স্কন্ধদেশে পর্য্যন্ত পুষ্পের উদয়

হইল। আর রমণীরা যে নূপুরধ্বনি করিয়া উহাকে তাড়না করিবে, তাহার অপেক্ষা রহিল না ॥ ২৬॥

নবীন আম্রমুকুল কন্দর্পের বাণ, উভয় পার্শ্বে সমুৎপন্ন নবপল্লব সেই বাণের পত্র আর বসন্ত কামদেবের বাণ নির্ম্মাতা, তিনি উল্লিখিত বাণ নির্ম্মাণ শেষ করিয়া তাহাতে যেন কামদেবের নামের অক্ষর স্বরূপ ভ্রমরপঙ্ক্তি বসাইয়া দিলেন ॥ ২৭ ॥

কর্ণিকার পুষ্পের বর্ণ অতি চমৎকার, কিন্তু গন্ধ না থাকাতে দুঃখের বিষয় হইল। বিধাতার কেমনি আগ্রহ যে কোন বস্তুকে সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পন্ন করেন না ॥ ২৮ ॥

বনস্থলীরা যেন বসন্তের নায়িকা, বসন্তের সহিত সমাগম হইয়া উহাদের অঙ্গে যেন নখক্ষত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হওয়াতে নবীন চন্দ্রকলার ন্যায় বক্রাকৃতি অতি রক্তবর্ণ পলাশপুষ্পগুলি সেই নখ ক্ষতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

যেমন কোন রমণী অঞ্জনের তিলক মুখে রচনা করিয়া অধরে অলক্তকরস লেপন করে, তদ্রূপ বসন্তলক্ষ্মী তিলক নামক পুষ্পের উপর ভ্রমরের পঙ্ক্তি বিন্যাস পূর্ব্বক প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় পরম সুন্দর বর্ণের দ্বারা চূতপল্লব রূপ অধরোষ্ঠ অলঙ্কৃত করিলেন ॥ ৩০ ॥

পিয়াল বৃক্ষের মঞ্জরীতে যে পরাগ হয়, তাহার কণা হরিণদিগের চক্ষে পতিত হওয়াতে উহারা অন্ধ প্রায় ও বাসন্তিক মদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বনভূমির উপর বায়ুর বিপরীত

দিকে ধাবমান হইতে লাগিল, তাহাতে বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্র-রাশি হইতে মর্ম্মর ধ্বনি উদয় হইল ॥ ৩১ ॥

নবপ্রসূত আম্র মঞ্জরী ভক্ষণ দ্বারা স্বর পরিষ্কার হইলে নর কোকিল মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিল। তাহা যেন কামদেবের উপদেশ বাক্য স্বরূপ, এবং শ্রবণ করিয়া মানি-নীরা মান পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩২ ॥

শীতকাল অতীত হওয়াতে কিন্নরীদিগের অধরের চর্ম্ম নির্ম্মল হইয়া গেল, তাঁহাদিগের মুখের কান্তি কুঙ্কুম লেপনের অভাবে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তদুপরিস্থিত বিশেষকের (গণ্ড-দেশে কি অন্যান্য অঙ্গে যে লতা পাতা আঁকিত) উপর সম্প্রতি বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-বারি উদয় হইল ॥ ৩৩ ॥

মহাদেবের তপোবনবাসী ঋষিগণ এই অরূপ অকালে বসন্তের আবির্ভাব অবলোকন করিয়া অতি কষ্টে অন্তঃ-করণের চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন, অতি কষ্টে মনকে বশে রাখিতে পারক হইলেন ॥ ৩৪ ॥

কামদেব রতিকে সহায় করিয়া এবং পুষ্পময় শরাসন সজ্জীভূত করিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলে যাবতীয় প্রাণি-জাতির স্ত্রী পুরুষগণ কার্য্যের দ্বারা প্রেমের পরাকাষ্ঠা পরস্পরের প্রতি প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

ভ্রমর ভ্রমরীর মধুপানের জন্য পুষ্পই যেন পাত্র, এক্ষণে তাহারা উভয়ে একটী কুসুমকে পাত্র স্বরূপ করিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। অগ্রে ভ্রমরী, পশ্চাৎ তাহার প্রসাদ ভ্রমর পান করিল। আর কৃষ্ণসার হরিণ যখন প্রেম ভরে শৃঙ্গ দ্বারা

হরিণীর গাত্র কণ্ডুয়ন করিয়া দিতে লাগিল, তখন প্রিয় স্পর্শের আনন্দে হরিণীর দুই চক্ষু নিমীলিত হইল ॥ ৩৬ ॥

কোন স্থানে হস্তিনী প্রেমভরে পদ্ম-পরাগ-সুরভীকৃত সরোবর-বারি হস্তীকে গণ্ডূষ করিয়া দিতে লাগিল। স্থানান্তরে চক্রবাক এক খণ্ড মৃণালের অর্দ্ধেক আপনি খাইয়া অবশিষ্টাংশ প্রেয়সীকে প্রদান করিল ॥ ৩৭ ॥

কিন্নর কিন্নরীতে গান গাইতেছিল, তৎকালে কিন্নরীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হওয়াতে তত্রত্য পত্রাবলী-রচনা কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল, পুষ্পের মদিরা পান করিয়া দুই চক্ষু ঘূর্ণিত হওয়াতে মুখের পরম সুন্দর শোভা হইল এবং কিন্নর সেই মুখে মুহুর্মুহু চুম্বন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

এমন কি বসন্তসমুত্থাপিত প্রণয়রস উদ্ভিজ্জদিগকেও স্পর্শ করিল, দেখ লতারা বধূর মত অবনত শাখাবাহু দ্বারা বৃক্ষদিগকে বেষ্টনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিল, তাহাদিগের স্থূল স্থূল পুষ্পস্তবক স্তনের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল, তাহাদিগের পল্লব স্বরূপ ওষ্ঠ কম্পিত হওয়াতে অতি চমৎকার দেখাইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

এতাদৃশ রমণীয় কালে আবার অপ্সরারা গান করিতে লাগিল; তথাপি মহাদেব ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন। কারণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের মনের একাগ্রতা কোন রূপ বিঘ্ন দ্বারা নষ্ট হইবার নহে ॥ ৪০ ॥

সেই সময়ে নন্দী নিকুঞ্জের দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন, সুবর্ণময় একটী যষ্টির উপর তাঁহার বামহস্তের প্রকোষ্ঠ সংস্থা-

পিত ছিল। তিনি আপন মুখে একটী অঙ্গুলি সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রমথদিগকে সংকেত করিয়া দিলেন যে, সাবধান, যেন কোন চপলতা প্রকাশ না হয় ॥ ৪১ ॥

নন্দী এই রূপ শাসন করাতে সেই সমস্ত তপোবন যেন চিত্রপটে লিখিত বস্তুর ন্যায় সুস্থির হইয়া রহিল, তখন বৃক্ষেরা নিশ্চল হইল, ভ্রমরেরা গান ত্যাগ করিল, পক্ষীরা নীরব হইল এবং হরিণদিগের লীলা খেলা স্থগিত হইয়া গেল ॥ ৪২ ॥

যেমন যাত্রাকালে লোকে সম্মুখবর্ত্তী শুক্র-তারাকে পরিহার করিয়া যায়, তদ্রূপ কামদেব নন্দীর দৃষ্টিপাত পরিহার পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত নমেরু শাখা পরিবেষ্টিত মহাদেবের ধ্যানগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তথায় হতভাগ্য মৃত্যুমুখে প্রবিষ্টপ্রায় সেই কন্দর্প তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে দেখিলেন যে দেবদারু বৃক্ষের তলস্থিত একটী বেদির উপর এক খানি ব্যাঘ্র চর্ম্ম বিস্তারিত আছে, মহাদেব তদুপরি উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪৪ ॥

তখন সেই প্রভু বীরাসন নামক অবস্থিতিতে অবস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহার শরীরের ঊর্দ্ধভাগ সুস্থির হইয়া অবস্থিত ছিল, সমগ্র দেহ সরল ভাবে সম্যক্‌রূপে বিস্তারিত হইয়াছিল, দুই স্কন্ধ বিশেষরূপে অবনত হইয়াছিল, আর ক্রোড়দেশে দুই করতল চিৎ করিয়া সংস্থাপন করাতে জ্ঞান হইতেছিল যেন তথায় রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

তাঁহার জটাজূট সর্প দ্বারা ঊর্দ্ধভাবে বন্ধন করা হইয়াছিল, রুদ্রাক্ষ বীজময়ী জপমালা দুই ফের করিয়া কর্ণে রাখা হইয়াছিল, আর কৃষ্ণশার হরিণের চর্ম্ম তাঁহার উত্তরীয়রূপে একটী গ্রন্থি দ্বারা শরীরে সংলগ্ন করা হইয়াছিল এবং উহার স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ নীলবর্ণ কণ্ঠের কান্তি সংস্পর্শে আরো নীল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে তিনি তিন চক্ষে নাসিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, উহাদিগের ভয়ঙ্করাকৃতি তিন তারা স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল এবং বাহির হইতে অল্প অল্প দৃষ্ট হইতেছিল, তৎকালে সেই তিন চক্ষু ভ্রূভঙ্গি রচনা বিষয়ে নিতান্ত পরাঙ্মুখ থাকাতে উহাদিগের লোম-রাজি নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত ছিল ॥ ৪৭ ॥

তখন শরীরমধ্যবর্ত্তী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন, একারণ তাঁহাকে জ্ঞান হইতেছিল, যে বৃষ্টির আড়ম্বর নাই এতাদৃশ একখানি মেঘ, অথবা তরঙ্গ উদয় হয় নাই এরূপ জলনিধি, অথবা বায়ু-শূন্য স্থানবর্ত্তী নিশ্চল-শিখাধারী একটী প্রদীপ ॥ ৪৮ ॥

(তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজমান, কিন্তু ললাটস্থিত তাঁহার যে তৃতীয় লোচন, উহার মধ্য দিয়া মস্তকের অভ্যন্তর হইতে সমুত্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোক-রেখা নির্গত হইতেছিল, ঐ আলোকের সংস্পর্শে মৃণালসূত্র অপেক্ষাও সমধিক সুকুমার চন্দ্রজ্যোতি মলিন হইয়া যাইতেছিল ॥ ৪৯ ॥)

তখন তাঁহার মন দেহের নব দ্বারের প্রতি ধাবিত হইতে-

ছিল না, কিন্তু ধ্যানপ্রভাবে হৃৎপুণ্ডরীকে স্থিরীকৃত করা হইয়াছিল। আর যিনি পণ্ডিতদিগের নিকট অবিনাশী বলিয়া পরিচিত, সেই পরমাত্মাকে নিজ আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎকার করিতেছিলেন ॥ ৫০ ॥

এতাদৃশ দুর্দ্ধর্ষমূর্ত্তি মহাদেবকে দর্শন করিয়া কামদেবের তাঁহার প্রতি বাণ-প্রয়োগ-চেষ্টা তিরোহিত হইল, ভয়ে তাঁহার হস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং উহা হইতে ধনুর্বাণ পড়িয়া গিয়াছে ইহাও তিনি জানিতে পারিলেন না ॥ ৫১ ॥

এই সময়ে দুই সখীকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতরাজ-নন্দিনী উপস্থিত হইলেন তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে কামদেবের নির্বাণ-প্রায় বলবীর্য্য যেন পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া উঠিল ॥ ৫২ ॥

পার্ব্বতী তৎকালে বাসন্তিক পুষ্প দ্বারা কতকগুলি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পরিয়াছিলেন, অশোক পুষ্পে পদ্ম-রাগ মণির কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, কর্ণিকার সুবর্ণের ন্যায় হইয়াছিল, আর সিন্ধুবার পুষ্পই মুক্তাভূষণরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

তিনি স্তনভরে ঈষৎ অবনত ছিলেন, প্রভাত কালীন আতপের ন্যায় আরক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন অতএব জ্ঞান হইতেছিল যে স্থূল স্থূল পুষ্পস্তবকের ভার প্রযুক্ত নম্রীভূত একটী লতাই যেন চলিয়া যাইতেছে ॥ ৫৪ ॥

বকুলমালাকে তিনি চন্দ্রহার করিয়া পরিয়াছিলেন, তাহা নিতম্বদেশ হইতে মুহুর্মুহু খসিয়া পড়িতেছিল, এবং মুহুর্মুহু ধারণ করিতে ছিলেন। তাঁহার নিতম্ববর্ত্তিনী সেই বকুলমালা

দর্শন করিলে জ্ঞান হইত যেন কামদেব আপন ধনুকের আর একটী গুণ (ছিলে), উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া ঐ স্থানে গচ্ছিত রাখিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

একটী ভ্রমর তাঁহার সুরভি নিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া বিম্ব ফল তুল্য অধরের সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার দংশনভয়ে তিনি চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে হস্তস্থিত পদ্ম দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥

দেখিলে নিজ কান্তা রতি পর্য্যন্ত লজ্জা পান, এরূপ দোষ-স্পর্শ-শূন্যা সৌন্দর্য্য-শালিনী সেই বালাকে দর্শন করিয়া কামদেবের মনে আশা সঞ্চার হইল যে মহাদেব যতই জিতেন্দ্রিয় হউন ইঁহার সাহায্যে তাঁহার প্রতি বাণপ্রয়োগ পূর্ব্বক নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিলেও করিতে পারি ॥ ৫৭ ॥

যে মুহূর্ত্তে পার্ব্বতী আপন ভাবীপতি মহাদেবের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, অমনি প্রভু অন্তঃকরণ মধ্যে পরমাত্মা নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ-পদার্থ দর্শন করিয়া ধ্যানে বিরাম দিলেন ॥ ৫৮ ॥

পরে মহাদেব এতক্ষণ যে নিশ্বাসবায়ু রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিলেন, শনৈঃ শনৈঃ উহার মোচন করিতে লাগিলেন, এবং সেই প্রযুক্ত তাঁহার শরীরভারের আধিক্য হইবে জানিয়া সর্পরাজ বাসুকি প্রাণপণ চেষ্টায় আপনার ফণাগুলি উন্নত করিয়া পৃথিবীর সেই ভাগ অতিকষ্টে ধারণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে শিবের পূর্ব্বকৃত বীরাসন রচনা পরিত্যাগ করা হইল ॥ ৫৯ ॥

নন্দী প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে জানাইলেন যে সেবা করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতী আসিয়াছেন, প্রভু ভ্রূ ভঙ্গি দ্বারা তাঁহার আসিবার অনুমতি করিলে পার্ব্বতীকে গৃহ মধ্যে আনয়ন করিলেন ॥ ৬০ ॥

পার্ব্বতীর দুই সখী স্বহস্তে যে সকল বাসন্তিক পুষ্প চয়ন ও পল্লব ভঙ্গ করিয়াছিল, সে সমস্ত রাশীকৃত করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক শিবের চরণসন্নিধানে ছড়াইয়া দিল ॥ ৬১ ॥

পার্ব্বতীও মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণাম কালে মস্তক অবনত করাতে নীলবর্ণ কেশকলাপের মধ্যে শোভমান নবীন কর্ণিকার পুষ্প এবং কর্ণস্থিত নব পল্লব ভূমিতলে পতিত হইল ॥ ৬২ ॥

মহাদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুমি যেন এমন স্বামী প্রাপ্ত হও, যিনি তোমার প্রতি একমনে আসক্ত থাকেন। এই আশীর্ব্বাদ পরে সফলও হইয়াছিল। কারণ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের উক্তি কখন মিথ্যা হইবার নহে যাহাই বলেন, তাহাই সম্পন্ন হয় ॥ ৬৩ ॥

কামদেবের নিতান্ত আগ্রহ যে শিবের লোচনবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইবেন, অতএব যখন মহাদেব পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে কখন বাণ মারি ইহাই ভাবিতে ছিলেন, এবং শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুকের গুণ বারংবার স্পর্শ করিতেছিলেন ॥ ৬৪ ॥

মন্দাকিনী হইতে পদ্ম চয়ন পূর্ব্বক উহার বীজ সূর্য্যাতপে শোষিত করিয়া পার্ব্বতী এক ছড়া জপমালা প্রস্তুত করিয়া

ছিলেন। তিনি এখন সেই মালা আপনার রক্তবর্ণ করতলে সংস্থাপন পূর্ব্বক শিবকে দিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ॥ ৬৫ ॥

মহাদেব কাহারো প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে অক্ষম, অতএব পার্ব্বতী পাছে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন এই ভাবিয়া সেই মালা যেইমাত্র আপনার হস্তে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি কামদেব আপনার পুষ্পধনুকে সম্মোহন নামক অব্যর্থ বাণ যোজনা করিলেন ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রোদয় হইবার সময় জলনিধি যেরূপ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়, তদ্রূপ মহাদেবের চিত্তের কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য হইল। তিনি বিম্বফলতুল্য অধরোষ্ঠশালী পার্ব্বতীর মুখ সতৃষ্ণ নয়নে মুহুর্মুহু দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

পার্ব্বতীরো সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাঁহার দুই চক্ষু অবনত, মুখ খানি কিঞ্চিৎ বক্র হইয়া পরম সুন্দর শোভা ধারণ করিল, তিনি এই ভাবে মহাদেবের সমক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৮ ॥

পরে মহাদেব জিতেন্দ্রিয়তা গুণে অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য বিশেষরূপে নিবারণ পূর্ব্বক আপনার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইল কেন তাহা জানিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

তিনি দেখিলেন, কামদেব তাঁহার প্রতি বাণপ্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ধনুর্গুণধারী তাঁহার

মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সমানীত হইয়াছে, দুই স্কন্ধ অবনত, বাম চরণ কিঞ্চিৎ বক্রীকৃত, এবং ধনুক যত দূর সম্ভব আকৃষ্ট হওয়াতে মণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়াছে ॥ ৭০ ॥

তপস্যার প্রতি আক্রমণ করাতে মহাদেব তৎক্ষণাৎ কোপে প্রজ্বলিত হইলেন, তখন ভ্রূকুটির আবির্ভাবে তাঁহার মুখ অতি ঘোর আকার ধারণ করিল আর হঠাৎ তাঁহার ললাট-স্থিত তৃতীয় চক্ষু হইতে জাজ্বল্যমান-শিখাশালী অগ্নি বহির্গত হইয়া আসিল ॥ ৭১ ॥

প্রভু, ক্রোধ করিবেন না, এই বাক্য আকাশস্থিত দেবতাদিগের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শেষ না হইতে হইতেই মহাদেবের নয়ন সমুদ্ভূত সেই হুতাশন কামদেবকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল ॥ ৭২ ॥

এই দুর্বিষহ দৈবদুর্বিপাকে রতি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ অচৈতন্য হইয়া রহিল, সুতরাং কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বামীর বিনাশের বিষয় জানিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছা যেন তাঁহার উপকার করিল ॥ ৭৩ ॥

বজ্রাঘাতে যেমন বনের প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভগ্ন হয়, তদ্রূপ তপোনিষ্ঠ মহাদেব তপস্যার বিঘ্নভূত সেই কামদেবের নিপাত সাধন করিয়া স্থির করিলেন, নারীজাতির নিকটে থাকা আর নয়, অতএব তৎক্ষণাৎ প্রমথবর্গের সহিত তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন ॥ ৭৪ ॥

পার্ব্বতীও দেখিলেন যে তাঁহার পিতার উন্নত অভিলাষ সিদ্ধ হইল না, তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎ-

কর জ্ঞান হইল, আর দুই সখীর সমক্ষে এপ্রকার অপমান হওয়াতে আরো লজ্জিত হইলেন, তাঁহার মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইল, তিনি অতি কষ্টে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৭৫ ॥

সেই সময়ে তাঁহার পিতা পর্ব্বতরাজ তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলেন ভয়ে পার্ব্বতীর দুই চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিতেছে, দেখিয়া পিতার হৃদয়ে অনুকম্পা উপস্থিত হইল, তিনি কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দন্তদ্বয়সংলগ্ন-কমলিনীধারী দিগ্‌গজের ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ চরণবিন্যাস করিতে করিতে গৃহে যাইবার পথে পথে চলিয়া গেলেন ॥ ৭৬ ॥

চতুর্থ সর্গ।

এদিকে কামকান্তা রতি মোহে অভিভূত হইয়া নিস্পন্দ-ভাবে এতক্ষণ অবস্থিত ছিলেন, এখন তাঁহার চৈতন্য হইল, কারণ বিধাতার মনে মনে ছিল যে নূতন বিধবা হইবার দুঃসহ যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করাইবেন ॥ ১ ॥

মূর্চ্ছার অবসানে যখন তাঁহার দুই চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন তিনি সেই দুই চক্ষে মনোযোগ অর্পণ করিলেন, তিনি জানিতেন না যে, যে প্রিয় বস্তুকে দর্শন করিয়া সেই দুই চক্ষুর আশ মিটিত না, তাঁহার দর্শন তাহারা আর পাইবে না ॥ ২ ॥

প্রাণনাথ! তুমি কি বাঁচিয়া আছ, এই কথা বলিয়া রতি যখন গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে পুরুষের আকার বিশিষ্ট কেবল এক রাশি ভস্ম মহাদেবের ক্রোধানলের অবশেষ স্বরূপ পড়িয়া আছে ॥ ৩ ॥

তদ্দর্শনে তিনি এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন, ধরাতল আলিঙ্গন করিয়া দুই পয়োধর ধূসরবর্ণ করিলেন, তাঁহার কেশ আলুলায়িত হইল, তিনি এই রূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই স্থান যেন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া শোকের নিকেতনের ন্যায় হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥

তেমন সুন্দর তোমার যে সেই শরীর, যাহার সহিত

লোকে সুশ্রী পুরুষদিগের রূপের উপমা দিত, সেই শরীরের এই দশা দেখিয়াও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। স্ত্রীজাতি কি কঠিন ॥ ৫ ॥

তুমি কি জাননা যে যেমন জল অভাবে পদ্মিনীর প্রাণ সংশয়, তেমনি তোমা অভাবে আমার বাঁচা অসম্ভব। সেই জল যেমন সেতুর বন্ধনে ছিদ্র করিয়া পদ্মিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, সেই রূপ ক্ষণকাল মধ্যে মিত্রতা ভঙ্গ পূর্ব্বক আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলে ॥ ৬ ॥

আমার মনে দুঃখ দিবার কাজ কখন তুমি কর নাই, আর তুমি কষ্ট পাও এমন কাজ আমিও কখন করি নাই—তবে অকস্মাৎ এরূপ নিদয় কেন হইলে যে আমি রোদন করিতেছি, তবু তোমার দর্শন পাই না ॥ ৭ ॥

তবে কি, ওহে কন্দর্প, তুমি যখন আমাকে ভ্রমক্রমে অন্য নারীর নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে, সেই সময়ে আমি যে তোমায় রসনা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতাম, অথবা কর্ণের পদ্ম দিয়া তোমাকে প্রহার করিতাম, তৎসহকারে সেই পদ্মের পরাগ উড়িয়া তোমার চক্ষে পড়িত, সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া তুমি অভিমান করিলে ॥ ৮ ॥

'তোমাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি,' এই যে মিষ্ট বাক্য তুমি আমাকে কহিতে, বুঝিলাম যে তাহা কেবল ছলনা মাত্র ছিল। যদি তাহা কেবল মনোরঞ্জন করিবার কথা না হইবে, তবে তোমার শরীর নষ্ট হইল, অথচ আমার কিছুই হইল না কেন ॥ ৯ ॥

তুমি ত এই মাত্র লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছ, আমিও তোমার পথের পথিক্ হইব। কিন্তু বিধি সংসারের লোককেই বিড়ম্বনা করিলেন, কারণ প্রাণিবর্গের সুখ তোমা অবর্ত্তমানে ফুরাইয়া গেল ॥ ১০ ॥

হে নাথ, যখন নগরের রাজপথ রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং অভিসারিকারা মেঘ গর্জন শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকে, তখন তুমি ব্যতিরেকে তাহাদিগকে তাহাদিগের প্রিয়তমের নিকটে কে বা লইয়া যাইতে পারে ॥ ১১ ॥

সুরাপান করিলে চক্ষু যে রক্ত বর্ণ হইয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে, এবং কথায় কথায় বাক্য গুলি যে অস্পষ্ট হইতে থাকে, রমণীগণের এখনো সুরাপান প্রযুক্ত সে সকলি ঘটিবেক বটে, কিন্তু যখন তুমি নাই, তখন সে সকলি তাহাদিগের বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ১২ ॥

হে অনঙ্গ, চন্দ্র যখন শুনিবেন যে তোমা সদৃশ প্রিয় বন্ধুর শরীর কথাশেষ হইয়াছে, তখন বুঝিবেন যে তাঁহার আর উদয় হওয়া বৃথা। কৃষ্ণপক্ষ গত হইলেও তিনি অতি কষ্টে আপন কলেবর বৃদ্ধি করিতে উদ্‌যোগী হইবেন ॥ ১৩ ॥

যাহার রমণীয় বৃন্ত হরিত ও অরুণ বর্ণের মিশ্রিত কান্তি ধারণ করিয়া দেখিতে সুন্দর হয়, নর কোকিলের সুমধুর রব শুনিয়া লোকে, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারে, সেই আম্র মঞ্জরী এখন কাহার বাণ হইবে, বল ॥ ১৪ ॥

শ্রেণীবদ্ধ ভ্রমরদিগকে তুমি অনেকবার আপন ধনুকের গুণ রূপে ব্যবহার করিয়াছিলে। তাহারা এই দেখ আমার

দুঃসহ শোক দর্শনে শোকাকুল হইয়া কাতর স্বরে রব করত আমার সঙ্গে রোদন করিতেছে ॥ ১৫ ॥

তোমার সেই রমণীয় শরীর পুনর্ব্বার ধারণ পূর্ব্বক আবার গাত্রোত্থান কর এবং মধুর বাক্যালাপ করিতে নিতান্ত নিপুণ কোকিলাকে উপদেশ দাও, প্রণয়দূতী হইয়া তাহাকে কিরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে হইবেক ॥ ১৬ ॥

মস্তক ক্ষিতিতলে স্পর্শ করাইয়া তুমি যে সকল শরীর-কম্পযুক্ত আলিঙ্গন ভিক্ষা করিতে এবং গোপনে সেই যে আমার সহিত কত প্রকার বিহার করিতে, হে কন্দর্প, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় আর সুস্থির থাকিতেছে না ॥ ১৭ ॥

হে রতিকুশল! বাসন্তিক পুষ্প লইয়া আমার অঙ্গে স্বয়ং তুমি যে পুষ্পের অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছ, তাহা এখনো রহিয়াছে, কিন্তু তোমার সেই সুন্দর মূর্ত্তি কোথায় গেল? ॥ ১৮ ॥

তুমি আমার চরণে অলক্তক রস লেপন করিতেছিলে, এমন সময়ে নির্দ্দয় দেবতারা তোমাকে স্মরণ করিলেন, কিন্তু আমার বাম চরণের রঞ্জন কার্য্য এখনো সমাপ্ত হয় নাই, অতএব এস, উহাকে রঞ্জিত করিয়া দাও ॥ ১৯ ॥

হে প্রিয়তম! দেবাঙ্গনারা অতি চতুর, তাহারা তোমার মনোহরণ করিয়া লইবার অগ্রেই আমি অগ্নিতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তোমার ক্রোড়ে যাইয়া উপবেশন করিব ॥ ২০ ॥

হে নাথ! আমি ত তোমার অনুমরণ করিবই করিব, কিন্তু তথাপি আমার এই এক নিন্দা রহিয়া গেল যে মদনের মৃত্যুর পর রতি ক্ষণকালও জীবিত ছিল ॥ ২১ ॥

তুমি পরলোকে গিয়াছ, এখন তোমার মৃতদেহের বেশ ভূষা বিধান করা পর্য্যন্ত আমার অসাধ্য হইতেছে। কারণ কেবল তোমার প্রাণ নয়, তোমার দেহ পর্য্যন্ত যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার নিরূপণ নাই ॥ ২২ ॥

হায়! তুমি যখন আপন ক্রোড়ে ধনুক খানি রাখিয়া বাণগুলিকে সরল করিতে এবং বসন্তের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া যে কথা কহিতে, আর মধ্যে মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে, সে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

তোমার প্রেমাস্পদ বন্ধু সেই বসন্তই বা কোথায়, তিনিই যে পুষ্প দ্বারা তোমার ধনুক নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। প্রচণ্ড-কোপশালী শিব কেমন তাঁহাকেও ত তাঁহার বন্ধুর পথে প্রেরণ করেন নাই ॥ ২৪ ॥

বসন্তের হৃদয়ে এই সকল বিলাপ বাক্য বিষ-লিপ্ত বাণের ন্যায় আঘাত করিল। তিনি শোকাতুর রতিকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত এই সময়ে দেখা দিলেন ॥ ২৫ ॥

বসন্তকে দেখিয়া রতি আরো রোদন করিতে লাগিলেন, এবং স্তনদ্বয়ে বেদনা জন্মে এই রূপে বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কারণ আত্মীয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলে দুঃখস্রোতের যেন কপাট উদ্ঘাটন হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

রতি দুঃখিত ভাবে তখন বসন্তকে বলিতে লাগিলেন, ওহে বসন্ত। তোমার বন্ধুর কি হইয়াছে দেখ। সেই শরীর এখন এই ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এবং চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু আসিয়া কণা কণা উহা উড়াইয়া লইতেছে ॥ ২৭ ॥

হে কন্দর্প! অন্তত এখন দর্শন দাও, এই দেখ বসন্ত তোমাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। রমণীগণের প্রতি পুরুষের যে প্রেম, তাহা যেন স্থির থাকে না সত্য, কিন্তু মিত্রের প্রতি যে স্নেহ, তাহা ত নষ্ট হয় না ॥ ২৮ ॥

তোমার কি মনে নাই যে যদিও তোমার ধনুর্গুণ মৃণাল সূত্রে নির্ম্মিত আর যদিও তোমার বাণ কোমল পুষ্পে বিরচিত, তথাপি এই বসন্তই তোমার পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া দেবাসুর-সম্বলিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে তোমার আজ্ঞাকারী করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

হায়! যেমন বায়ুর আঘাতে দীপ নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ তোমার সেই বন্ধু এক কালে গিয়াছেন, আর ফিরিতেছেন না। আমি যেন সেই নির্ব্বাণ প্রদীপের বর্ত্তি স্বরূপ হইয়া আছি, আর এই দুঃসহ দুঃখ ধূম স্বরূপ হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

বিধাতা কন্দর্পকে বধ করিলেন অথচ আমাকে মারিলেন না, ইহাতে তাঁহার অসম্পূর্ণ হত্যা করা হইয়াছে। যে বৃক্ষকে নিরুপদ্রব আশ্রয়-স্থান জ্ঞান করিয়া লতা অবলম্বন করিয়াছিল, যদি হস্তী তাহা ভাঙিয়া দেয়, তাহা হইলে লতার অদৃষ্টে পতন ব্যতীত আর কি আছে ॥ ৩১ ॥

অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা যে আমি তোমার বন্ধু

ব্যক্তি, আমার এই উপস্থিত প্রয়োজনটী সম্পন্ন করিয়া দাও। আমি শোকে অধীর, আমাকে অগ্নি দান পূর্ব্বক স্বামীর নিকটে প্রেরণ কর ॥ ৩২ ॥

(জ্যোৎস্না চন্দ্রের সহিত চলিয়া যায়, বিদ্যুৎ মেঘের সহিত অন্তর্ধান হয়, অতএব দেখ স্ত্রীলোককে যে স্বামীর অনুগামী হইতে হয় এ কথা অচেতনেরা পর্য্যন্ত মানিয়া লইয়াছে ॥ ৩৩ ॥)

এই যে পরম সুন্দর স্বামি-দেহ-ভস্ম, ইহা আপন বক্ষ-স্থলে লেপন পূর্ব্বক অগ্নিকে নবপল্লব-শয্যা জ্ঞান করিয়া আপন শরীর শোয়াইয়া দিব ॥ ৩৪ ॥

হে প্রিয়দর্শন! তুমি অনেক বার আমাদিগের দুজনের পুষ্পশয্যা রচনা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছ, এখন আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, চিতা রচনা করিয়া দাও ॥ ৩৫ ॥

চিতা রচনার পর আমার শরীরে অগ্নিদান করিয়া, যাহাতে শীঘ্র দাহ হইয়া যাই, তজ্জন্য দক্ষিণ বায়ু সঞ্চালন করিবে, কারণ তুমি ত জান, আমারে না দেখিলে কন্দর্পের মনে এক ক্ষণের জন্যও সচ্ছন্দ থাকে না ॥ ৩৬ ॥

এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের উভয়ের জন্য এক অঞ্জলি মাত্র জল দিও। সেই এক অঞ্জলি জলই তোমার সেই প্রিয় সখা আমার সহিত একত্রে পান করিবেন ॥ ৩৭ ॥

আর শুন বসন্ত, শ্রাদ্ধের বিষয়ে আর কিছু করিতে হই-বেক না, কেবল কামদেবের উদ্দেশে চঞ্চল পল্লবে শোভমান

কতগুলি আম্রমঞ্জরীর পিণ্ড দান করিবে। কারণ তোমার বন্ধু আম্রমঞ্জরীই বড় ভাল বাসেন ॥ ৩৮ ॥

এই রূপে রতি প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে, যেমন পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া গেলে জলাভাবে মৃতপ্রায় শফরীকে সর্ব্বপ্রথম বৃষ্টি প্রাণ দান দিয়া থাকে, তদ্রূপ নিম্ন-লিখিত আকাশবাণী হইয়া রতিকে প্রাণ দান দিলেন ॥ ৩৯ ॥

হে কামকান্তা রতি! স্বামিবিরহের যন্ত্রণা তোমারে অধিক দিন ভোগ করিতে হইবে না। যে অপরাধে কাম-দেবকে মহাদেবের নয়নবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহার বিষয় শুন ॥ ৪০ ॥

কন্দর্প একদা ব্রহ্মার চিত্তবিকার ঘটাইয়া দেন, তাহাতে তিনি আপন কন্যা সরস্বতীর প্রতি মনে কুভাব ধারণ করিয়া-ছিলেন। পরে ব্রহ্মা সেই বিকার নিবারণ পূর্ব্বক অভি-সম্পাত করাতে এই ফল কন্দর্প ভোগ করিলেন ॥ ৪১ ॥

তখন ধর্ম্ম ব্রহ্মাকে অনুনয় করাতে তিনি কন্দর্পের শাপ-মোচনের বিষয়ে এই বাণী উচ্চারণ করিলেন যে, মহাদেব যখন পার্ব্বতীর তপস্যায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, তখন সেই আনন্দে তিনি কন্দর্পের শরীর কন্দর্পকে পুনর্ব্বার প্রদান করিবেন। যেমন এক মেঘ হইতে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত দুই হয়, তেমনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা কুপিত হইতেও জানেন, ক্ষমা করিতেও জানেন ॥ ৪২। ৪৩ ॥

অতএব সুন্দরি! তোমার এই লাবণ্য-সম্পন্ন দেহ ত্যাগ করিও না, কারণ পুনর্ব্বার প্রিয়-সমাগম এই শরীরের

অদৃষ্টে আছে। দেখ, সূর্য্য সমস্ত জল শোষণ করিলেও গ্রীষ্মাবসানে নদী পুনর্ব্বার আপনার পূর্ণ জল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

এই রূপে এক অদৃশ্য দেবতা রতির মরণ-সংকল্পের লাঘব করিয়া দিলেন। আর তদ্বিষয়ে রতির বিশ্বাস জন্মিবাতে বসন্ত অশেষ প্রকার প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে বুঝাইলেন, এবং সেই সমস্ত প্রবোধবাক্য সম্পূর্ণরূপ সফলও হইল ॥ ৪৫ ॥

পরে কামকান্তা রতি শোকে কৃশ হইয়া, যেমন দিবা ভাগের চন্দ্রকলা কিরণবিহীন ও হতশ্রী হইয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ এই দৈব-দুর্ব্বিপাকের অবসানের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন ॥ ৪৬ ॥

পঞ্চম সর্গ।

সেই রূপে পার্ব্বতীর সমক্ষে মহাদেব মদনকে ভস্ম করা অবধি পার্ব্বতীর আশা ভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি মনে মনে আপন সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন, কারণ প্রেমাস্পদ ব্যক্তির নিকট প্রীতি-ভাজন না হইলে সৌন্দর্য্য থাকা না থাকা দুই সমান ॥ ১ ॥

তাঁহার ইচ্ছা হইল যে আপনার সৌন্দর্য্যের সাফল্য-বিধানের জন্য তপস্যাতে প্রবৃত্ত হইবেন। আর তাহা না করিলেই বা, যে প্রেমে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ হইলেন, তাদৃশ প্রেম এবং যে স্বামীর স্ত্রী হইলে বিধবা হইতে হয় না, তেমন স্বামী, এই দুই বস্তু তিনি কি রূপে লাভ করিতেন ॥ ২ ॥

যখন মেনকা শুনিলেন যে পার্ব্বতীর মন শিবের প্রতি এত দূর আসক্ত হইয়াছে যে, তপস্যা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি কন্যাকে বক্ষস্থলে আলিঙ্গন করিয়া তপস্যার কঠোর ক্লেশ তিনি স্বীকার না করেন এই উদ্দেশে কহিলেন ॥ ৩ ॥

বৎসে, আমাদের গৃহে অনেক মনোমত দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের আরাধনা কর; তোমার শরীরে কি তপস্যা সম্ভবে? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরের চরণপাত সহ্য করিতে

কথঞ্চিৎ পারে, কিন্তু তাহার উপর পক্ষী বসিলে কি উহার তাহা সহ্য হয় ॥ ৪ ॥

এই সকল উপদেশবাক্য মেনকা বলিলেন, কিন্তু পার্ব্বতীর যে রূপ স্থির প্রতিজ্ঞা, তাহাতে তপস্যার উদ্যম তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। যেমন জলের নিম্ন দিকে গতি কেহ অন্যথা করিতে পারে না, তেমনি কাহার সাধ্য যে অভিলষিত বিষয়ের দৃঢ় প্রতিসংকল্প-বিশিষ্ট মনকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় ॥ ৫ ॥

একদিন উন্নতাশয়া পার্ব্বতী অতি বিশ্বাসী এক জন সখী দ্বারা পিতার নিকট এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার মনের অভিলাষ আপনার অবিদিত নাই, অতএব যত দিন না কৃতকার্য্য হই, তত দিন তপস্যা করিবার জন্য আমাকে বনে যাইয়া বাস করিতে অনুমতি দিন ॥ ৬ ॥

তাঁহার পিতাও তেমনি উন্নতাশয়, উপযুক্ত পাত্রে কন্যার এরূপ অনুরাগ দর্শনে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি দিলেন। তদনুসারে পার্ব্বতী, যথায় কেবল ময়ূর এবং তাদৃশ অহিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিত, এতাদৃশ এক শিখরে গিয়া বাস করিলেন, উত্তর কালে এই শিখর জন সমাজে তাঁহার তপোবন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

তাঁহার প্রতিজ্ঞা কোন মতে বিচলিত হইবার নহে; যে হার বক্ষস্থলে আন্দোলিত হইয়া তথাকার চন্দন লোপ করিয়া দিত, সেই হার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকালীন সূর্য্যাতপের তুল্য শ্বেতরক্ত-বর্ণ-শালী বল্কল পরিধান

করিলেন; তাঁহার উন্নত স্তন দ্বয়ের উপরি সংলগ্ন হইয়া সেই বল্কল স্থানে স্থানে ছিন্ন-প্রায় হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥

পরম সুন্দর কেশকলাপের দ্বারা তাঁহার মুখের যে প্রকার শোভা হইত, জটা বন্ধন করিলেও সেই মুখ সেই রূপ কমনীয়ই রহিল। ভ্রমরের মালার সংযোগেই যে পদ্মের শোভা হয়, তাহা নহে; শৈবাল সংযোগেও উহার শোভার হ্রাস হয় না ॥ ৯ ॥

মুঞ্জ নামক তৃণ দ্বারা বিরচিত গুণত্রয়-সংঘটিত যে মেখলা তিনি তপস্যার অঙ্গ স্বরূপ ধারণ করিলেন, তাহা ইহার পূর্ব্বে আর কখন ধারিত হয় নাই বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং নিতম্বদেশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১০ ॥

এখন অধরে অলক্তক রসের লেপন ছিল না, সুতরাং অধরে হস্ত যাইত না; পূর্ব্বে কন্দুক ক্রীড়া করিতেন, কন্দুক ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনর্ব্বার বক্ষস্থলে পতিত হইয়া তথাকার কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগ দ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, এখন সেই কন্দুকের সহিতও হস্তের সম্পর্ক রহিল না। এখন কুশাঙ্কুর ছেদন করাতে হস্তের অঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল এবং জপমালার সহিতই উহার বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটিয়া উঠিল ॥ ১১ ॥

অতি চমৎকার শয্যার উপর গাত্র পরিবর্ত্তন কালে কেশ হইতে যদি পুষ্প পতিত হইত, তাহাতেও তাঁহার ক্লেশ হইত। এরূপ সুকুমারী হইয়াও তিনি এখন বাহু-লতার

উপর মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক অনাবৃত ভূমিতলে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

তাঁহার যে সমস্ত রমণীয় অঙ্গচেষ্টা ছিল, সে গুলি এখন বায়ুভরে আন্দোলিত তনু-কলেবরা লতাতে এবং তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টিপাত হরিণীতে দৃষ্ট হইতে লাগিল; ইহাতে জ্ঞান হয় যে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ দুজনের নিকট পূর্ব্বোক্ত দুটী বস্তু তপস্যার অবসানে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন বলিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

যেরূপ স্তনদুগ্ধে জননী সন্তান প্রতিপালন করেন, তদ্রূপ পার্ব্বতী আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলস-বিগলিত বারিধারা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলি বৃক্ষকে লালন পালন করিতে লাগিলেন, ইহারা তাঁহার এত দূর প্রীতিভাজন হইয়াছিল যে ভবিষ্যতে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করিয়াও জ্যেষ্ঠ সহোদরতুল্য সেই বৃক্ষদিগের প্রতি পার্ব্বতীর স্নেহের হ্রাস জন্মাইতে পারিবেন না ॥ ১৪ ॥

অঞ্জলি অঞ্জলি বন্য ধান্য নিত্য নিত্য ভক্ষণ করিতে দেওয়াতে হরিণেরা তাঁহার প্রতি এতদূর বিশ্বস্ত হইয়া উঠিল, যে কখন কখন কুতূহলিনী হইয়া হরিণের চক্ষের সহিত সখীগণের চক্ষের পরিমাণ করিলেও তাহারা স্থির হইয়া থাকিত ॥ ১৫ ॥

নিত্য নিত্য স্নান করেন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন, বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করেন, এবং বিহিত অধ্যয়নাদি করিয়া থাকেন, তাঁহার এইরূপ অশেষ প্রকার সদাচারের কথা শুনিয়া দেখা করিবার নিমিত্ত ঋষিরা আসিতে লাগিলেন,

কারণ যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মহৎ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বয়সের বিষয় লোকে অনুসন্ধান করে না॥ ১৬ ॥

সেই তপোবনটী ক্রমে এমনি স্থান হইয়া উঠিল যে, তথায় যাইলে লোকে পবিত্র হইত; যে হেতু পরস্পর শত্রু ভাবাপন্ন প্রাণিগণ পূর্ব্বের শত্রুতা পরিত্যাগ করিল; বৃক্ষেরা অভিলষিত পুষ্পফলের দ্বারা অতিথির সৎকার করিত; এবং অভিনব পর্ণশালার মধ্যে হোমের বহ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখা হইত ॥ ১৭ ॥

পার্ব্বতী প্রথমে যে নিয়মে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন যে সেরূপ তপস্যাদ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি আপন শরীরের সুকুমারতা অগ্রাহ্য করিয়া আরো ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥

যিনি কন্দুকক্রীড়া দ্বারাও পূর্ব্বে ক্লান্তিবোধ করিতেন, তিনি এখন অবলীলাক্রমে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাতে বোধ হয় তাঁহার শরীর সুবর্ণ আর পদ্ম এই দুই বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইবেক, কারণ পদ্মের গুণে স্বভাবত কোমলও বটে আর সুবর্ণের গুণে দেহ সারবানও ছিল বটে ॥ ১৯ ॥

সেই সুগঠন-কটিদেশবতী চারুহাসিনী গ্রীষ্মকালে আপনার চারি পার্শ্বে চারি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যবর্ত্তিনী থাকিতেন এবং চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়, সূর্য্যের যে এতাদৃশ প্রভা, তাহা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য না করিয়া এক দৃষ্টে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন ॥ ২০ ॥

এইরূপে সূর্য্যতাপে সর্ব্বতোভাবে সন্তাপিত হইয়া

তাঁহার মুখ পদ্মের ন্যায় পরম সুন্দর শোভা ধারণ করিত। কেবল সুদীর্ঘ অপাঙ্গদেশে নীলবর্ণ রেখা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইল ॥ ২১ ॥

যেমন বৃক্ষের প্রাণধারণ, সেইরূপ তাঁহার প্রাণধারণ হইত কেবল, বিনা যাচ্ঞায় উপস্থিত হয় যে বৃষ্টি-বারি, তদ্দ্বারা, এবং অমৃতময় তারাপতি চন্দ্রের কিরণের দ্বারা। বৃক্ষদিগেরো ঐ দুই বস্তু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ॥ ২২ ॥

আকাশচারা বহ্নি যে সূর্য্য, এবং কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জ্বালিত যে পার্থিব বহ্নি, এই দুই প্রকার বহ্নির সন্তাপে যখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত সন্তাপিত হইল, তখন গ্রীষ্মের অবসান হইল, নবীন বারি তাঁহাকে অভিষেক করিল, এবং চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিতলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গাত্র হইতে উষ্মা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

সেই প্রথম বৃষ্টির জলবিন্দু গুলি তাঁহার নিতান্ত ঘন নেত্রলোমের উপর ক্ষণকাল অবস্থিতি করিল, পরে অধরে প্রহার পূর্ব্বক উন্নত স্তনের উপর নিপতিত হইয়া চূর্ণ চূর্ণ হইয়া গেল। তদনন্তর ত্রিবলী অতিক্রমের সময় উহাতে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিলম্বে গভীর নাভিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৪ ॥

সেই বর্ষাকালের রাত্রিতে তিনি অনাবৃত স্থানে শিলাতলে শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন ঝঞ্ঝা-সম্বলিত বৃষ্টি ক্রমাগত পতিত হইতেছে, এ অবস্থায় রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা

যেন ভবিষ্যতে তাঁহার তপস্যার কঠোরতার সাক্ষ্য দিবার জন্য বিদ্যুতের চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

পৌষমাসের রাত্রিতে যখন বায়ু চতুর্দ্দিকে শিশির বর্ষণ করিতে থাকে, সেই সময়ে তিনি জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেন, আর চক্রবাক চক্রবাকী তাঁহার সমক্ষে বিরহদুঃখ অনুভব করত পরস্পরের উদ্দেশে রোদন করিতেছে ইহা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হইত ॥ ২৬ ॥

তৎকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গশরীর জলে নিমগ্ন থাকিত, কেবল মুখখানি ভাসিত, উহার সৌরভ পদ্মের ন্যায়, এবং শীতপ্রযুক্ত অধর পদ্ম-দলের ন্যায় কাঁপিতে থাকিত, সুতরাং যদিও শীত সমাগমে সরোবরের তাবৎ পদ্ম নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার তথাবিধ সেই মুখ যেন পদ্মের ন্যায় জ্ঞান হইত ॥ ২৭ ॥

বৃক্ষ হইতে স্বয়ং যে শুষ্ক পত্র পতিত হয়, তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকাই কঠোর তপস্যার পরা কাষ্ঠা; তিনি কিন্তু তাহা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত পৌরাণিকেরা তাঁহার অপর্ণা এই এক নাম দিয়াছে ॥ ২৮ ॥

তাঁহার শরীর ত মৃণালের ন্যায় কোমল, তথাপি সেই শরীরে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার যে সকল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, অন্যান্য ঋষিগণ আপনাদিগের কষ্টসহ কঠিন শরীর দ্বারাও সে প্রকার কঠোর তপস্যা করিতে পারক হয়েন নাই ॥ ২৯ ॥

অনন্তর এক দিন এক ব্রহ্মচারী তাঁহার আশ্রমে আসিয়া

উপস্থিত, তাঁহার গাত্রে মৃগচর্ম্ম, হস্তে পলাশের যষ্টি, কথায় বার্ত্তায় অতীব চতুর ও সপ্রতিভ, মূর্ত্তি যেন ব্রহ্মণ্য-দেবের তেজে জাজ্বল্যমান, মস্তকে জটা; তাঁহার অবয়ব দর্শনে বোধ হয় যেন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

অতিথি-সৎকারে পার্ব্বতীর আস্থা ত ছিলই, কিন্তু ইঁহার প্রতি সবিশেষ সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি আতিথ্য করিলেন। বাস্তবিকও, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরো কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সবিশেষ গৌরব হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মচারি পার্ব্বতীর নিকট যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার গ্রহণ করিলেন, এবং ক্ষণকাল, যেন বিশ্রাম করিতেছেন এই ভঙ্গিতে স্থির হইয়া রহিলেন। পরে সরল দৃষ্টি পার্ব্বতীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে করিতে শিষ্ট-জনোচিত রীতির অনু-সরণ পূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩২ ॥

কেমন, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কুশ-কাষ্ঠ এস্থানে অনায়াসে পাওয়া যায় ত? এস্থানের জলে তোমার স্নানাদি সুন্দর রূপ নির্ব্বাহ হয় ত? কেমন, যেরূপ পার, তাহার অতিরিক্ত তপস্যা করিয়া শরীরকে ক্লেশ দাওনা ত? যেহেতু শরীরই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান উপায় ॥ ৩৩ ॥

এই যে লতাগুলি, যাহাদিগের মূলে তুমি জলসেক করাতে উহাদিগের পল্লব উৎপন্ন হইয়াছে, কেমন সে পল্লব নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে ত? তোমার

অধরে অনেক দিন অলক্তক রস লেপন কর নাই, উহা পাটলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঐ পল্লব গুলিও স্বভাবত তদ্রূপই পাটল ॥ ৩৪ ॥

এই যে হরিণেরা, যাহাদিগের চঞ্চল চক্ষু অবলোকন করিলে মনে হয় যেন তোমার নয়ন মাধুরীর অভিনয় করিতেছে, উহারা যখন বিশ্বাস বশতঃ তোমার হস্তস্থিত কুশ আসিয়া ভক্ষণ করে, কেমন তখন উহাদিগের প্রতি তুমি বিরক্ত হও না ত ? ॥ ৩৫ ॥

রূপ থাকিলে লোকে পাপী হয় না এই যে এক কথা আছে, তোমাকে দেখিলে কিন্তু তাহা সত্যই বোধ হয়। তাহাই ত দেখিতেছি যে তোমার আকৃতি যেমন চমৎকার, তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানও তেমনি আশ্চর্য্য, যে মুনিরা পর্য্যন্ত তাহা হইতে শিক্ষা পাইতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

স্বর্গের গঙ্গায় সপ্তর্ষিগণ পূজা অর্চ্চা করিয়া পূজার সামগ্রী নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গাজলের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সেই পরম পাবন গঙ্গাজল মস্তকে পতিত হইয়া পর্ব্বতরাজের যেরূপ পবিত্রতা উৎপন্ন করিয়াছে, আমি বোধ করি তোমার নির্ম্মল চরিত্রের দ্বারা পর্ব্বতরাজ ততোধিক পবিত্র হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারী মন হইতে অর্থ ও কামের অনুসন্ধান এক কালে দূরীভূত করিয়া কেবল যে ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আজি আমার নিশ্চিত প্রতীতি হইল যে ধর্ম্মই ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৮ ॥

এরূপ বিশেষ সমাদর যখন তুমি আপনি আমাকে করিয়াছ, তখন আমাকে আর তোমার পর ভাবা উচিত হয় না—কারণ হে অবনত-কলেবরে, পণ্ডিতেরা বলেন যে সাত্‌টী কথা একত্রে হইলেই সাধু লোকের বন্ধুত্ব জন্মিয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

অতএব হে তাপসি, তুমি ত বিস্তর সহ্য কর, আর আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, স্বভাবত চপল ইহা তুমি ত জানই—এ নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি যদি গোপনীয় না হয়, আশা করি যে তুমি প্রকাশ করিয়া বলিবে ॥ ৪০ ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতির বংশে তোমার জন্ম, তোমার রূপ লাবণ্য এমনি আশ্চর্য্য যে জ্ঞান হয় যেন ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য তোমার শরীরেই আছে, বিভব সম্পত্তির যে সুখ, তাহাও তোমায় চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় না, বয়সও নবীন অতএব কি বাসনা করিয়া তুমি তপস্যা করিতেছ বল দেখি ॥ ৪১ ॥

বটে, যে সকল নারীর মনে তেজ থাকে, কোন অসহ্য অপ্রিয় ঘটনা হইলে তাঁহাদিগের এরূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু হে ক্ষীণোদরশালিনি! যখন মনে মনে বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি, তখন তোমার পক্ষে সে অপ্রিয় ঘটনা সম্ভব বোধ হয় না ॥ ৪২ ॥

তোমার যে মূর্ত্তি, তাহাতে শোক কখন তোমাকে স্পর্শ করিবে বোধ হয় না। আর জনকের গৃহে কোন রূপ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? অন্য

কোন ব্যক্তিও যে তোমার অপমান করিবে, ইহাও সম্ভব বোধ হয় না, কারণ ফণি-ফণস্থিত মণি-শলাকা অপহরণ করিতে হস্ত অগ্রসর করে এমন সাধ্য কার আছে? ॥ ৪৩ ॥

কেন বল দেখি এই নবীন বয়সে অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি বৃদ্ধাবস্থার উপযুক্ত বল্কল ধারণ করিয়াছ? বল দেখি সন্ধ্যা বেলা, যখন চন্দ্র তারা উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে, তখন যদি সূর্য্যোদয় হয়, তাহা হইলে কি অসংগত ব্যাপার হয় ॥ ৪৪ ॥

তবে কি তুমি স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছ, তাহা হইলে নিরর্থক এ ক্লেশ, কারণ তোমার পিতার যে সকল স্থান, তাহাই যে দেবভূমি স্বর্গ। তবে কি উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য?—তাহা হইলে তপস্যা কেন? রত্নকেই সকলে অন্বেষণ করে, রত্ন কখন কাহারো অন্বেষণ করে না ॥ ৪৫ ॥

'স্বামী' এই নাম শ্রবণ মাত্র তোমার দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পড়িল, তাহাতে বুঝিলাম যে স্বামীর জন্যেই তোমার তপস্যা; কিন্তু আমার মনের সংশয় ত দূর হইতেছে না। তুমি প্রার্থনা করিতে পার, এমন পুরুষই ত্রিজগতে নাই, তাহাতে আবার তুমি প্রার্থনা করিয়াও পাইতেছ না, এমন কে আছে বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬ ॥

কি আশ্চর্য্য! তোমার প্রিয়পাত্র সেই যুবা কি নিষ্ঠুরই হইবেক! এত দিন ধরিয়া তোমার কপোল দেশের সহিত কর্ণ পদ্মের সমাগম নাই, এখন তথায় ধান্য-মঞ্জরীর ন্যায়

পিঙ্গল বর্ণ জটাগুলি শিথিলভাবে লম্বমান রহিয়াছে, এরূপ অবস্থা ঘটিলেও সে কি রূপে নিশ্চিন্ত আছে? ॥ ৪৭ ॥

তপস্যা করিয়া যার পর নাই কৃশ হইয়াছ, যেখানে পূর্ব্বে অলঙ্কার পরিতে, সে সকল স্থান রৌদ্রে দগ্ধ হইয়াছে, দিবা ভাগের চন্দ্র কলার ন্যায় তোমার শরীর বিবর্ণ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে দুঃখ না হয়? ॥ ৪৮ ॥

তোমার এই যে কুটিল লোম-রাজি-বিভূষিত ও রমণীয়-দৃষ্টিপাতকারী চক্ষু, ইহার সম্মুখে আপনার মুখ আনিয়া ধরিয়া দিতেছে না, অতএব বুঝিলাম যে তোমার প্রিয়পাত্র 'আমি বড় রূপবান্' এই অহঙ্কারেই প্রতারিত হইতেছেন ॥ ৪৯ ॥

হে পার্ব্বতি! আর কত কাল তপস্যার ক্লেশ ভোগ করিবে? এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে আমিও কিঞ্চিৎ তপস্যার সঞ্চয় করিয়াছি। না হয়, তাহার কিয়দংশ লইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ কর—কেবল তোমার প্রিয়পাত্র কে এইটী আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫০ ॥

(ব্রহ্মচারী এই রূপে মনের কথা আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলে পর পার্ব্বতী লজ্জা বশতঃ আপন প্রিয়পাত্রের নামোল্লেখ করিতে পারিলেন না। পরে কজ্জল-বিরহিত নয়ন নিত্য-সহচরী সখীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে কহিতে ইঙ্গিত করিলেন ॥ ৫১ ॥)

পার্ব্বতীর সখী ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, হে সাধো! আপনার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব শুনুন যে কাহার

অভিলাষে অভিলাষিণী হইয়া, যেমন পদ্মকে ছত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করা, সেই রূপ আপনার সুকোমল শরীরকে তপস্যার অনুষ্ঠানে ইনি নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

ইঁহার অভিলাষ অতি উচ্চ—ইন্দ্র আদি অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী চারি দিক্‌পালকেও পতিত্বে বরণ করিতে ইঁহার ইচ্ছা নাই। যিনি কন্দর্পকে শাসন করিয়া অবধি সৌন্দর্য্য গুণে বশীভূত হইবার নহেন, সেই মহাদেবকে পতি পাইবেন এ প্রকার ইঁহার অভিলাষ ॥ ৫৩ ॥

কামদেব স্বয়ং ভস্ম হইলেন, কিন্তু তাঁহার যে বাণ মহাদেবের দুর্দ্ধর্ষ হুঙ্কার-বাক্যে পরাঙ্‌মুখ হইয়া মহাদেবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই বাণ আসিয়া গাঢ় রূপে ইঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিল ॥ ৫৪ ॥

সেই অবধি ইনি মদন সন্তাপে জর্জর হইলেন, ললাটে চন্দন লেপন করিয়া কেশ গুলি ধূসর হইয়া গেল, তখন পিতার ভবনে ঘনীভূত তুষার-শিলায় শয়ন করিয়াও ইঁহার আর সন্তাপ শান্তি হইল না ॥ ৫৫ ॥

কিন্নর জাতীয় রাজ কন্যারা ইঁহার সঙ্গে একত্রে হইয়া বনমধ্যে সংগীত চর্চ্চা করিতেন; যখন সেই উপলক্ষে শিবের চরিত্র-কীর্ত্তন-সংক্রান্ত গান আরম্ভ হইত, তখন চক্ষে জল আসিয়া ইঁহার কণ্ঠ রোধ হইত, কথা অস্পষ্ট হইয়া যাইত, সখীরা দেখিয়া রোদন করিতেন ॥ ৫৬ ॥

আর রাত্রির তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে কত দিন দেখিয়াছি ইনি ক্ষণকালের জন্য দুই চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া হঠাৎ জাগরিত হইতেন, তখন কেহ কোথাও নাই, অথচ যেন কাহাকেও বলিতেছেন "হে নীলকণ্ঠ! কোথায় চলিলে," যেন কাহারো গলদেশে বাহু-বন্ধন অর্পণ করিবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

আর বালিকার ন্যায় কখন বা আপনি শিবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন যে "পণ্ডিতেরা তোমাকে সকলের অন্তর্যামী কহে, কিন্তু আমি যে তোমার প্রতি অনুরাগিণী, ইহা আজিও তুমি কেন জানিতে পারিতেছ না" ॥ ৫৮ ॥

পরে যখন বুঝিলেন যে সেই জগৎপাতা শিবকে পতি পাইতে হইলে তপস্যা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তখন পিতার অনুমতি লইয়া এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ইনি তপস্যা করিবার জন্য তপোবনে আসিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

এই যে বৃক্ষগণ, যাহাদিগকে সখীই রোপণ করিয়াছেন এবং যাহারা ইঁহার তপস্যা আদ্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছে, ইহারাও ফলবান্ হইল। কিন্তু মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত ইঁহার যে অভিলাষ, তাহার অঙ্কুরও আজি উদয় হয় না ॥৬০॥

যেমন ইন্দ্রই বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির বিধাতা, তিনি অনুগ্রহ না করিলে ভূমি শুষ্ক হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিলে ভূমির সে ভাব নষ্ট হয়, তদ্রূপ শিবই ইঁহার কষ্টের হেতু, তিনি যে কবে অনুগ্রহ করিবেন জানি না, তিনি ইঁহার অভিলাষের পাত্র হইয়া দুর্লভ হইয়াছেন,

কিন্তু তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়া করিয়া ইঁনি এরূপ কৃশ হইয়াছেন যে দেখিলে সখীদের চক্ষে জল আসে॥ ৬১॥

পার্ব্বতীর মনের কথা তাঁহার সখী জানিতেন, অতএব যখন তিনি এই রূপে কোন কথা গোপন না করিয়া সেই প্রিয়দর্শন ব্রহ্মচারীকে আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, তখন তাঁহার মুখে কিছুমাত্র আনন্দের লক্ষণ লক্ষিত হইল না, তিনি কেবল পার্ব্বতীকে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'কেমন, তোমার সখী যাহা বলিলেন, তাহা কি সত্য অথবা পরিহাস মাত্র'॥ ৬২॥

তখন পার্ব্বতী হস্তের অঙ্গুলি গুলি মুদ্রিত করিয়া স্ফটিকময়ী জপমালা হস্তের অগ্রভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক অনেক বিলম্বে মুখে কথা আনয়ন পূর্ব্বক অতি কষ্টে কহিলেন॥ ৬৩॥

হে পণ্ডিতবর! আপনি যাহা শুনিলেন, তাহা যথার্থ! সত্যই এ অভাজন উচ্চপদ আকাঙ্ক্ষা করে। হায় আমার কি দুরাশা যে এই সামান্য তপস্যা দ্বারা সে উচ্চপদ পাইব ইহা মনে করিয়াছি। তবে মনের বাসনা ধাবিত না হয় এমন বস্তু কিছুই নাই॥ ৬৪॥

তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন, শিবকে আমি জানি, তাঁহার লাভের জন্য তুমি আবার চেষ্টা করিতেছ! তিনি যে রূপ কদাচারী পুরুষ, আমি কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সাহায্য করিতে পারিলাম না॥ ৬৫॥

এমন অসার বস্তুতে তোমার এরূপ আগ্রহ কেন হই-তেছে? যখন তোমার এই হস্তে বিবাহের সূত্র পরাইয়া দিবে, তখন বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, সর্পে বেষ্টিত শিব-পাণি ইহাকে ধারণ করিতে গেলে ইহার কি দুর্দ্দশা ঘটিবেক॥ ৬৬॥

তুমি আপনিই বুঝিয়া দেখ, কলহংস চিহ্নে চিহ্নিত যে বধূর পট্টবস্ত্র এবং বিন্দু বিন্দু রুধির-বর্ষণকারী যে হস্তি-চর্ম্ম, এ উভয়ের কখন কি মিলন হওয়া সংগত হয়?॥ ৬৭॥

তোমার এই দুই চরণ চিরকাল পুষ্প সমাচ্ছাদিত গৃহ মধ্যে ন্যাস করিয়া আসিয়াছ, তোমার সেই চরণ অলক্তক রসে রঞ্জিত হইয়া কেশ সমাচ্ছাদিত শ্মশান ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে. ইহা কি তোমার শত্রুতেও ইচ্ছা করে॥ ৬৮॥

ইহা অপেক্ষা অসংগত আর কি আছে যে শিবের আলি-ঙ্গন তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবেক। হরিচন্দন-লেপ-সংযুক্ত তোমার বক্ষস্থলে কি না চিতাভস্মের ধূলি সংলগ্ন হইবে॥ ৬৯॥

আর এক বিড়ম্বনা তোমার যে অতি শীঘ্রই ঘটিবেক, তাহা তুমি ভাবিয়া দেখিতেছ না? বিবাহের পর তোমার উচিত যে হস্তি-রাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়া—যখন তুমি বৃদ্ধ বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিবে, তখন ভদ্র লোক মাত্রেরি মুখে নিশ্চয় হাসি আসিবে॥ ৭০॥

কি দুঃখের বিষয়! শিবকে পাইবার জন্য আগ্রহ যুক্ত হইয়া এক্ষণে দুটী বস্তু শোচনীয় হইয়া গেল; সেই লাবণ্য-

ময়ী চন্দ্রকলা ত অগ্রেই গিয়াছে আর ত্রিভুবনের লোকের লোচনানন্দভূতা তুমিও এখন সেই দশা প্রাপ্ত হইলে ॥ ৭১ ॥

হে হরিণ-শিশু-লোচনে! লোকে যে যে গুণে ভূষিত বরের কামনা করিয়া থাকে, তাহার একটীও গুণ কি শিবের আছে। দেখ শরীরে তিন চক্ষু, জন্মের পরিচয় কেহই জানে না, আর ধনবান্ যে কিরূপ, তাহা তাঁহারি বসন নাই ইহাতেই বুঝা গিয়াছে ॥ ৭২ ॥

অতএব এই দুরভিসন্ধি হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। তোমার মত সুলক্ষণা অবলার পাণিগ্রহণ তাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক হওয়া নিতান্ত অযোগ্য। যজ্ঞে পশু বন্ধনের যূপের প্রতি যে পূজা করা গিয়া থাকে, শ্মশানস্থিত বধ্য-শূলকে সেই পূজা কেহ দিবেক, ইহা ভদ্র লোকে কখন প্রত্যাশা করেন না ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মচারী এই রূপে তাঁহার অনভিমত কথা সমস্ত যখন বলিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতীর অধর কম্পিত হইয়া তাঁহার ক্রোধোদয়ের সূচনা করিয়া দিল, ভ্রূলতা কোপে সংকোচ প্রাপ্ত হইল, দুই চক্ষুর প্রান্তভাগ রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

তখন তাঁহাকে কহিলেন, মহাদেব যে কি বস্তু, তাহা তুমি কখনই অবগত নহ, সেই নিমিত্তই আমাকে এতাদৃশ কথা বলিতেছিলে। মূঢ় লোকে মহাপুরুষদিগের অসাধারণ আচরণ অবলোকন পূর্ব্বক উহার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিয়া নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৭৫ ॥

তুমি কহিয়াছ, শিব কদাচারী, শ্মশানে থাকেন, চিতাভস্ম মাখেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মাঙ্গল্য আচরণ তিনি কেন করিতে যাইবেন? যাহার চেষ্টা যে, বিপদ হইতে উদ্ধার হইবে, অথবা যাহার বাঞ্ছা যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, সেই মাঙ্গল্য আচরণের অনুসন্ধান করে। কিন্তু শিব জগতের পরিত্রাতা, তাঁহার কোন কামনা নাই, তিনি কেন অসার আশা দ্বারা চিত্ত-বৃত্তিকে কলুষিত করিবার নিমিত্ত মাঙ্গল্য আচরণের অনুষ্ঠান করিতে যাইবেন ॥ ৭৬ ॥

মহাদেবের তত্ত্ব কেই বা অবগত আছে? তাঁহার কিছু নাই, অথচ তাঁহা হইতেই সকল সম্পত্তি উৎপত্তি হয়; তিনি শ্মশানে বাস করেন, অথচ ত্রিভুবনের অধিপতি; তাঁহার আকৃতি ভয়ঙ্কর, অথচ তাঁহার নাম শিব ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, অতএব তাঁহার শরীর যে কি প্রকার, ইহা অবধারণ কে করিবে? কখন অলঙ্কারে উজ্জ্বল, কখন সর্পই তাঁহার ভূষণ; কখন পরিধান হস্তিচর্ম্ম, কখন বা পট্টবস্ত্র; কখন মনুষ্যের ললাটাস্থি মস্তকে ভূষণ স্বরূপ ধারণ করেন, কখন বা চন্দ্রই তাঁহার শিরোভূষণ হয় ॥ ৭৮ ॥

চিতাভস্ম তাঁহার শরীরের সংস্পর্শ পাইয়া নিশ্চয়ই অতিপবিত্র পদার্থ হইয়া উঠে; নতুবা যখন শিব নৃত্যকালে হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিলে সেই ভস্ম ভূমিতলে পতিত হয়, তখন দেবতারা উহা মস্তকে লেপন করিবেন কেন ॥ ৭৯ ॥

তিনি নির্ধন, কিন্তু যখন তিনি বৃষে আরোহণ করিয়া

গমন করেন, তখন মদমত্ত-ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া চরণাঙ্গুলি গুলি মস্তকস্থিত প্রফুল্ল মন্দার মালার পরাগে রক্ত বর্ণ করিয়া দেন ॥ ৮০ ॥

' তুমি ত অধঃপাতে গিয়াছ, শিবকে নিন্দা করাই তোমার অভিপ্রায়, তথাপি শিবের একটী প্রশংসা তোমার মুখ হইতেও নির্গত হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মারও উৎপত্তির মূল, তাঁহার জন্মের নিরূপণ কি রূপে সম্ভবে? ॥ ৮১ ॥

আর বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন করে না। তুমি শিবের বিষয় যেরূপ জান, তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই রূপই না হয় হইলেন। আমার মন তাঁহার উপর একাগ্র হইয়া রহিয়াছে। প্রণয়ের প্রবৃত্তি হইলে দোষ গুণ বিচার থাকে না ॥ ৮২ ॥

সখি বারণ কর; এই ব্রাহ্মণের অধর আবার কম্পিত হইতেছে, আবার কিছু বলিবে। মহতের নিন্দা যে করে, শুদ্ধ সে নহে, কিন্তু যে শুনে, সে পর্য্যন্ত পাপে লিপ্ত হয় ॥ ৮৩ ॥

অথবা এই স্থান হইতে আমার চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য, এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী গাত্রোত্থান করিলেন, ত্বরা প্রযুক্ত তাঁহার বক্ষস্থলের বল্কল সরিয়া গেল।' তৎক্ষণাৎ মহাদেব নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

তাঁহাকে দেখিয়া পার্ব্বতী কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্ষীণ শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল; যাইবার জন্য চরণ উত্তোলন করিয়াছিলেন, সে চরণ ঊর্দ্ধেই রহিল, অতএব যেমন

পথি মধ্যে কোন পর্ব্বতের সহিত দেখা হইলে নদীর জল অস্থির হয়, অগ্রসরও হয় না, পশ্চাৎ দিকেও যায় না, তদ্রূপ পার্ব্বতী গেলেন কি রহিলেন, ইহা বলা অসাধ্য ॥ ৮৫ ॥

হে অবনত-কলেবরে! আজি অবধি আমি তোমার দাস, তুমি তপস্যা স্বরূপ মূল্য দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছ, শিব এই কথা বলিবামাত্র পার্ব্বতীর তপস্যা-জন্য সমস্ত ক্লেশ তৎক্ষণাৎ দূর হইল; কারণ যাহা পাইবার জন্য ক্লেশ করা যায়, তাহা পাইলে শরীর পুনর্ব্বার নবীন হইয়া উঠে ॥ ৮৬ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

তখন পার্ব্বতী বিশ্বস্ত সখী দ্বারা শিবকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, পর্ব্বতরাজ আমাকে সম্প্রদান করিবার অধিকারী; অতএব তাঁহার মত করুন ॥ ১ ॥

যেমন সহকারলতা কোকিলের আলাপদ্বারা বসন্তের সহিত সম্ভাষণ করে, তদ্রূপ পার্ব্বতী শিবের নিকটে অবস্থিত হইয়াও সখীদ্বারা তাঁহার নিকট পূর্ব্বোক্ত কথাটী বলিয়া পাঠাইলেন ॥ ২ ॥

'তাহাই করিতেছি' শিব এই প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া অতি কষ্টে পার্ব্বতীর নিকট বিদায় লইয়া আকাশে তারা রূপে বিরাজমান সপ্ত ঋষিকে স্মরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই সপ্ত ঋষি অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া এবং পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক দ্বারা আকাশমণ্ডলকে উজ্জ্বলীকৃত করিতে করিতে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪ ॥

তখন তাঁহাদিগের সেই স্বর্গগঙ্গার স্রোতে অবগাহন করা হইয়াছে, যে স্রোতের তরঙ্গ তীরস্থিত মন্দার বৃক্ষের শুষ্ক পুষ্পগুলিকে ইতস্তত ভাসাইয়া লয় এবং যাহার জল দিগ্‌গজদিগের মদ বারির গন্ধে সুরভীকৃত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত মুক্তাময়, বল্কল সুবর্ণময়, এবং

জপমালা রত্নময়, সুতরাং দেখিলে জ্ঞান হয় যেন কল্পতরুরা সংন্যাসী হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

ইঁহারা এত ঊর্দ্ধে থাকেন, যে সূর্য্যের রথের ঘোটকেরা ইঁহাদিগের নিম্ন দিয়া প্রস্থান করে, তখন রথের ধ্বজা সূর্য্যকে অবতারণ করিতে হয়, পাছে সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্পর্শ হয়, আর স্বয়ং সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রণাম করেন ॥ ৭ ॥

যখন প্রলয়কালে ভূতধাত্রী পৃথিবীকে বরাহ অবতার দন্তে ধারণ করেন, তখন ইঁহারাও সেই সংকটের সময় বরাহের দন্তে আপনাদিগের ক্ষীণ বাহু সংলগ্ন করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মার পর অবশিষ্ট সৃষ্টি ইঁহারাই রচনা করেন, একারণ পৌরাণিকেরা ইঁহাদিগকে প্রাচীন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে যে তপস্যা করা হইয়াছিল, তাহা ফলপ্রদ হইয়াছে, এবং সেই ফল ইঁহারা ভোগ করিতেছেন, অথচ তপস্যা পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ১০ ॥

পতিব্রতা অরুন্ধতী তাঁহাদিগের মধ্য স্থলে অবস্থিত থাকিয়া স্বামীর চরণ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে জ্ঞান হইত যেন ইনিই তাঁহাদিগের তপস্যার সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, তাঁহাকে এমনি সুন্দর দেখাইতেছিল ॥১১॥

যেমন সপ্ত ঋষিকে, তদ্রূপ অরুন্ধতীকেও, শিব সকলকেই সমান সমাদর করিলেন। কারণ স্ত্রী কি পুরুষ ইহা কথার মধ্যেই নয়; সাধু লোকের চরিত্রই আদরণীয় ॥ ১২ ॥

অরুন্ধতীকে দেখিয়া শিবের বিবাহার্থ আরো যত্ন মনোমধ্যে উদিত হইল; কারণ পতিব্রতা পত্নীর সহকারিতা দ্বারাই অশেষ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য শিবের যে চেষ্টা, যদিও তাহা তাঁহার ধর্ম্মবাসনাতেই ঘটিয়াছিল; তথাপি কামদেব তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়া ভীত ছিলেন, তাঁহার মনে এখন কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল ॥ ১৪ ॥

পরে বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী সেই সপ্তঋষি জগদ্‌গুরু মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক আহ্লাদে পুলকিতশরীর হইয়া এই রূপ কহিলেন ॥ ১৫ ॥

আমরা যে রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান যথা নিয়মে করিয়াছি, আর তপস্যা যে করিয়াছি, সে সমস্ত বিষয় আজি আমাদিগের সফল হইল ॥ ১৬ ॥

কারণ আপনি যে ত্রিভুবনের প্রভু, আপনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়া নিজ মনোভূমিতে আরোহণ করাইয়াছেন, এরূপ উচ্চ স্থান আমাদিগের আশা-পথের অতীত ॥ ১৭ ॥

আপনি যাঁহার অন্তঃকরণে স্থান লন, তাহার তুল্য সৌভাগ্যশালী কেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মার উৎপত্তিদাতা যে আপনি, আপনার চিত্তে যে স্থান পায়, তাহার সৌভাগ্যের কথা কি বলিব ॥ ১৮ ॥

সত্য বটে, সূর্য্য-মণ্ডল, এবং চন্দ্র-মণ্ডল অপেক্ষাও উচ্চতর স্থান আমরা অধিকার করিয়া থাকি। অদ্য কিন্তু আপনি

স্মরণ করিয়াছেন এ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ততোধিক উচ্চস্থান অধিকার করিলাম ॥ ১৯ ॥

আপনি সমাদর করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের নিজের প্রতি গৌরববুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে। কারণ মহতের আদর পাইলে আপনাকে গুণবান্ বলিয়া বিশ্বাস সহজেই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

হে ত্রিলোচন! আপনি স্মরণ করাতে আমাদিগের যে আনন্দ উদয় হইয়াছে, তাহার কথা বলিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ আপনি প্রাণীগণের অন্তর্যামী ॥ ২১ ॥

আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অথচ আপনার স্বরূপ আমরা অবগত নহি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন, যেহেতু আপনি বুদ্ধিপথের অতীত ॥ ২২ ॥

এ আপনার কোন্ মূর্ত্তি? যে মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, অথবা যাহা দ্বারা উহার পালন করেন অথবা যে মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করে? ॥ ২৩ ॥

অথবা এই গুরুতর বাসনা সম্প্রতি স্থগিত থাকুক। হে দেব! চিন্তা মাত্রে আমরা যে উপস্থিত হইয়াছি, আমাদিগকে কি করিতে হইবেক, আজ্ঞা করুন ॥ ২৪ ॥

তখন ভগবান্ সপ্তঋষিদিগের কথার উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহার শিরোভূষণ-ভূত চন্দ্র-কলার যৎসামান্য প্রভা সুনির্ম্মল দন্ত-কান্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

আপনারা ত অবগতই আছেন যে আমার নিজের জন্য কোন কার্য্য করা হয় না—দেখুন না কেন, আমার অষ্ট মূর্ত্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে তাবৎ কার্য্যই আমার পরার্থে॥ ২৬॥

আমার এই রীতি জানিয়া, যেমন চাতকেরা পিপাসায় কাতর হইয়া মেঘের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তদ্রূপ দেবতারা বিপক্ষের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট সন্তান কামনা করিয়াছেন॥ ২৭॥

অতএব যেরূপ যজ্ঞ-করণোদ্যত ব্যক্তি অগ্নি নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত অরণি নামক অগ্নিমন্থন-কাষ্ঠ আহরণ করেন, তদ্রূপ পুত্র উৎপাদন করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে পার্ব্বতীকে সংগ্রহ করি॥ ২৮॥

আপনাদিগকে হিমালয়ের নিকট আমার জন্য পার্ব্বতী প্রার্থনা করিতে হইবেক। এ বিষয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাধু লোকে থাকিয়া বিবাহের সম্বন্ধ ঘটনা করিয়া দিলে তাহা পরিণামে ক্লেশদায়ক হয় না॥ ২৯॥

দেখুন হিমালয় লোকটী উন্নত, সদাচারী, এবং পৃথিবীর ভার ধারণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার গৃহে এ সম্বন্ধ ঘটনা হইলে আমারো মানের লাঘব নাই॥ ৩০॥

কন্যার জন্য এই কথা বলিয়েন ইহা আর আমি আপনাদিগকে উপদেশ দিতে চাহি না। কারণ আপনারা যে আচারের উপদেশ দেন, তাহাই সাধুলোকের নিকট প্রমাণস্বরূপ পরিগৃহীত হয়॥ ৩১॥

আর পরমমাননীয়া অরুন্ধতীও যেন এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করেন। কেন না এ প্রকার কার্য্যের সম্পাদন বিষয়ে স্ত্রীলোকেরই বিশেষ পটুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অতএব আপনারা হিমালয়ের রাজধানী ওষধিপ্রস্থ নগরীতে শুভযাত্রা করুন। আর ঐ যে স্থান, যথায় মহাকোশী নদী উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইতেছে, ঐ স্থানে পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ পাইবেন ॥ ৩৩ ॥

যখন তাপসকুল-চূড়ামণি শিব বিবাহার্থ উদ্যত হইলেন, তখন ব্রহ্মার সন্তান সেই সপ্তঋষি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে যে লজ্জা ছিল, তাহা ত্যাগ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

পরে তথাস্তু বলিয়া সেই কয়েক জন মুনি যাত্রা করিলেন, আর প্রভুও পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

মানসের ন্যায় বেগশালী সেই ঋষিরা তরবারির ন্যায় নীল নভোমণ্ডলে আরোহণ পূর্ব্বক ওষধিপ্রস্থ নগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

নগরটী দেখিলে জ্ঞান হইবে যে ধন সম্পত্তি সমূহের অদ্বিতীয় আবাস স্বরূপ যে কুবেরপুরী, যেন তথা হইতে লোক উঠাইয়া আনিয়া এই নগর বসতি করান হইয়াছে, অথবা স্বর্গে অনেক লোক অতিরিক্ত হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া এই পুরী সংস্থাপন করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গার প্রবাহ ইহার পরিখা স্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন

করিয়া আছে, ইহার রক্ষা-বিধায়ক প্রাচীরের উপর ওষধি-লতা আলোক দিতেছে, ইহার প্রাচীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাণিক্য দ্বারা গঠন করা হইয়াছে; অতএব এই নগরীর রক্ষার উপায় স্বরূপ নির্ম্মাণ গুলিও দেখিতে অতি সুন্দর ॥ ৩৮ ॥

এই স্থানের হস্তীরা সিংহকে ভয় করে না, এখানকার অশ্বগণ ভূ-গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়, যক্ষ ও কিন্নর লোক এখানকার পুরবাসী এবং বন-দেবতারা এখানকার পুর-নারী ॥ ৩৯ ॥

এই পুরের অট্টালিকা এত উচ্চ যে অগ্রভাগে মেঘ সংলগ্ন থাকে, সুতরাং গৃহমধ্যে মৃদঙ্গধ্বনি হইলে মেঘ কি মৃদঙ্গ আর কিছুতেই জানা যায় না, কেবল মৃদঙ্গ হইতে যে সকল করণ (ভাষায় কহে, বাজানার বোল্) বাদিত হয়, তদ্দ্বারাই মৃদঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ৪০ ॥

এইপুরে কল্পতরুর শাখায় চঞ্চল বস্ত্র লম্বমান থাকে, সুতরাং পুরবাসীদিগকে যত্ন পাইতে হয় না, অথচ প্রত্যেক গৃহ ধ্বজদণ্ড সমন্বিত পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

এই পুরে স্ফটিক নির্ম্মিত অট্টালিকার উপরিভাগে সুরা-পান করিবার স্থান রচনা করা হয়এবং গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া শোভার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে এরূপ জ্ঞান হইতে থাকে ॥ ৪২ ॥

এখানে অভিসারিকারা মেঘাচ্ছন্ন রজনীতেও অন্ধকার

কাহাকে বলে তাহা জানেনা যেহেতু ওষধিলতার আলোকে রাজ পথ আলোকময় হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

এস্থানে যৌবনের অতিরিক্ত বয়ঃক্রম কাহারো হয় না, কামদেবই এস্থানে যম আর স্ত্রীসম্ভোগ জন্য নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন রূপে লোকে অচৈতন্য হয় না ॥ ৪৪ ॥

এই পুরে যখন রমণী ভ্রুকুটী রচনাপূর্ব্বক অধরোষ্ঠ কম্পমান করিতে করিতে রমণীয় অঙ্গুলি দ্বারা প্রিয়জনকে তর্জ্জন করিতে থাকে, তখনই তাঁহারা সেই রমণীগণের যতক্ষণ না ক্রোধ শান্তি হয় ততক্ষণ তাঁহাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতে থাকেন। অন্য কোন প্রকার যাচ্ঞা এ স্থানে বিদিত নাই ॥ ৪৫ ॥

গন্ধমাদন গিরি এই পুরের বহির্ভাগস্থ উপবন স্বরূপ হইয়া আছে, তথায় সন্তানক তরুতলে বিদ্যাধর জাতীয় পথিকগণ নিদ্রা যাইতেছেন এবং স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

দেবর্ষিগণ হিমালয়ের রাজধানী নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিলেন, যে, লোকে স্বর্গের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ যে করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের ভ্রান্তি, এই স্থানের উদ্দেশে করা উচিত ॥ ৪৭ ॥

তাঁহারা সবেগে গিরিভবনে অবতীর্ণ হইলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মস্তকের জটা চিত্রিত বহ্নির ন্যায় নিশ্চল ভাবে প্রভা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং দ্বারবানেরা মুখ ঊর্দ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

মুনিগণ যখন আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন

যাঁহার যত অধিক বয়স, তিনি তত অগ্রে রহিলেন, এই ভাবে শ্রেণী-রচনা পূর্ব্বক তাঁহারা দণ্ডায়মান হওয়াতে জ্ঞান হইল যেন জলের মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব-শ্রেণী বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

হিমালয় অর্ঘ হস্তে পরমমাননীয় সেই ঋষিগণের সম্মানার্থ দূর হইতে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তখন তাঁহার অন্তঃসার ভরে গুরুতর চরণ বিন্যাস দ্বারা পৃথিবী অবনত হইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

তাঁহাকে দেখিলেই সুস্পষ্ট হিমালয় বলিয়া জ্ঞান হয়, যেহেতু তাঁহার অধর গিরিমৃত্তিকার ন্যায় রক্তবর্ণ, কলেবর সুদীর্ঘ, দুই বাহু দেবদারুর ন্যায় প্রকাণ্ড আর বক্ষঃস্থল স্বভাবত প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ॥ ৫১ ॥

পবিত্র-চরিত্রশালী ঋষিগণকে যথাবিধানে পূজা পূর্ব্বক গিরিরাজ স্বয়ং পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন ॥ ৫২ ॥

তথায় পর্ব্বতরাজ সেই মহাপুরুষদিগকে বেত্রাসনে উপবেশন করাইয়া আপনি উপবেশন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

আপনারা যে, আমি মনেও করি নাই এ প্রকার এই দর্শন দান করিয়াছেন, তাহা আমার জ্ঞান হইতেছে যেন, বিনা মেঘে বৃষ্টি হইল, বিনা পুষ্পে ফল হইল ॥ ৫৪ ॥

আপনাদিগের এই অনুগ্রহ প্রযুক্ত জ্ঞান হইতেছে যেন আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিলাম, এখন জ্ঞান লাভ করিলাম;

পূর্ব্বে লৌহময় ছিলাম, সংপ্রতি সুবর্ণময় হইয়াছি; পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিলাম, এখন স্বর্গে আরোহণ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

আজি অবধি প্রাণিগণ পবিত্রতালাভের নিমিত্ত আমার এ স্থানে আগমন করিবে। কারণ পূজ্য ব্যক্তিরা যথায় অধিষ্ঠান হন, সেই স্থানই তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় ॥ ৫৬ ॥

হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! গঙ্গা যে আমার মস্তকে পতিত হইতেছেন, তদ্দারা আপনাকে যেরূপ পবিত্র জ্ঞান করি, আপনাদিগের চরণ প্রক্ষালনের বারি-সংস্পর্শেও সেই প্রকার পবিত্র আপনাকে বোধ হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

আমার যে দুই প্রকার শরীর, এক স্থাবর শিলাময়; দ্বিতীয় গতিশক্তিসম্পন্ন এই শরীর, ইহাদের উভয়ের প্রতি আপনারা পৃথক্ পৃথক্ অনুগ্রহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, যে হেতু জঙ্গম শরীর আপনাদিগের পরিচারক হইয়া আছে, আর স্থাবর শরীর আপনাদিগের চরণ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

আপনাদিগের অনুগ্রহ জন্য যে আনন্দ আমার অন্তঃকরণে বিস্তারিত হইতেছে; আমি বোধ করি যে আমার দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী পর্ব্বতদেহও সে আনন্দ ধারণ করিতে অক্ষম ॥ ৫৯ ॥

আপনাদিগের মূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জ, সুতরাং আপনাদিগের আবির্ভাবে আমার গুহামধ্যস্থিত অন্ধকার ত নষ্ট হইয়াছে, পরন্তু আমার অন্তঃকরণে রজোগুণের পরবর্ত্তী যে তম ছিল, তাহাও নষ্ট হইল ॥ ৬০ ॥

আপনাদিগের প্রয়োজন ত কিছু দেখি না, যদিই থাকে, ত সম্পন্ন না হইবেক কেন? তবে বোধ করি কেবল আমাকে পবিত্র করিবার জন্যই আপনারা এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৬১ ॥

তথাপি আমার বাসনা যে আপনারা আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন; কারণ প্রভু কোন আজ্ঞা প্রদান করিলেই ভৃত্যেরা কৃতার্থ বোধ করে॥ ৬২ ॥

এই আমি স্বয়ং উপস্থিত, এই আমার গৃহিণী, আমার সমস্ত পরিবারের প্রাণতুল্য এই কন্যা; ইহার মধ্যে কাহাকে আবশ্যক, বলুন। আর এসকল অপেক্ষা বহিরঙ্গ-ভূত অন্যান্য বস্তুর কথা ত বলিবারই প্রয়োজন নাই॥ ৬৩ ॥

হিমালয়ের এই কথা বলা শেষ হইলে গুহার মুখ হইতে অবিকল তদাকার এক প্রতিধ্বনি উদয় হইল, তাহাতে জ্ঞান হইল যে হিমালয় সেই কথা এক বার বলিয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই, পুনর্ব্বার কহিতেছেন॥ ৬৪ ॥

তখন ঋষিরা অঙ্গিরা মুনিকে বক্তা নিযুক্ত করিলেন, কারণ ইনি কোন প্রস্তাবের বক্তৃতা করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। অঙ্গিরাও তদনুসারে হিমালয়ের কথায় উত্তর দিলেন॥ ৬৫ ॥

তুমি যাহা কহিলে কিছুই অলীক নহে, ইহা অপেক্ষা আরো অধিক ঔদার্য্যও তোমাতে থাকা অসম্ভব নহে, কারণ যেমন তোমার শিখর গুলি উচ্চ, তদ্রূপ তোমার মনও উন্নত॥ ৬৬ ॥

তোমার পর্ব্বত-দেহকে যে বিষ্ণু বলিয়া থাকে, তাহা

যথার্থ; তাহার সাক্ষী দেখ তোমার অভ্যন্তর সংসারের সর্ব্ব প্রকার শরীরী বস্তুর আশ্রয়স্থান স্বরূপ হইয়া আছে ॥ ৬৭ ॥

যদি তুমি পাতালের নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া না থাকিতে, তাহা হইলে সর্পরাজের সাধ্য কি যে তিনি মৃণালের ন্যায় সুকোমল ফণাদ্বারা পৃথিবীকে ধরিয়া রাখেন ॥ ৬৮ ॥

এক দিকে তোমা হইতে নদী সকল উৎপন্ন হইয়া আপনাদিগের অবিচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রবাহকে সমুদ্রের তরঙ্গের বেগ পরাজয় পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতেছে এবং স্বয়ং পবিত্র বলিয়া তাবৎ লোককে পবিত্র করিতেছে; অন্যদিকে তোমার কীর্ত্তিমণ্ডল সমুদ্রের তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া পর পারে প্রচারিত হইতেছে, তাহাদিগের বিচ্ছেদ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না এবং লোকে উহা কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

নারায়ণের চরণ গঙ্গার উৎপত্তি স্থান, এ কারণ গঙ্গার যে প্রকার মাহাত্ম্য, গঙ্গার দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থান তুমি বলিয়াও তাঁহার মাহাত্ম্য তদ্রূপই বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ৭০ ॥

হরি যখন বলিকে ছলনা করিবার সময় তিন বার পাদক্ষেপ করেন, কেবল সেই সময়েই ঊর্দ্ধে, ও নিম্নে ও চতুঃপার্শ্বে বিস্তারিত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মূর্ত্তি তিনি ধারণ করিয়াছিলেন; তুমি কিন্তু স্বভাবত এবং চিরকালই দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া আছ ॥ ৭১ ॥

সুমেরুর উচ্চ শিখর সুবর্ণময় হইলে কি হয়? তুমি যখন যজ্ঞভাগ ভোক্তা দেবতাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছ, তখন তোমার পদ সুমেরু অপেক্ষা উন্নত ॥ ৭২ ॥

তোমার যাহা কিছু কঠিনতা, সমস্তই তোমার পর্ব্বত দেহে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছ; কিন্তু এই যে তোমার শরীর, ইহা ভক্তিভাবে নম্র এবং সাধুদিগের আরাধনা কার্য্যে নিযুক্ত আছে ॥ ৭৩ ॥

অতএব আমরা যে কার্য্য উপলক্ষে আসিয়াছি, শ্রবণ কর; তাহা তোমার কার্য্য। তবে আমরা সৎপরামর্শ দান করিয়া ইহার অংশী হইতেছি ॥ ৭৪ ॥

ঈশ্বর এই যে নাম, যাহা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ হয় না, যিনি সেই নাম ও অণিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি এবং মস্তকে চন্দ্রকলা এই তিন ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৫ ॥

যেমন পথে গমন কালে রথবাহী ঘোটকেরা পরস্পর সাহায্য করত রথকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তদ্রূপ যাঁহার পৃথিবী আদি অষ্টমূর্ত্তি পরস্পরের সহকারিতা করিতে করিতে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৭৬ ॥

যিনি শরীরের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন, অথচ যোগীরা যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, আর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে যাঁহার ধামে উপনীত হইলে আর সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না ॥ ৭৭ ॥

সেই অভীষ্ট-সিদ্ধি-দাতা ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম-সাক্ষী মহাদেব

আমাদিগকে প্রেরণ পূর্ব্বক তোমার কন্যা বিবাহ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

যেমন বাক্য আর অর্থের সমাগম, তদ্রূপ তাঁহার সহিত তোমার কন্যার সমাগম সংঘটন কর। কারণ সৎপাত্রে কন্যা দান করিলে তাগর নিমিত্ত পিতাকে দুঃখ করিতে হয় না ॥ ৭৯ ॥

তাহা হইলে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় প্রাণী তোমার কন্যাকে জননী বলিয়া জ্ঞান করিবেক, যেহেতু শিব জগতের পিতা ॥ ৮০ ॥

তাহা হইলে দেবগণ অগ্রে মহাদেবকে প্রণাম করিবার পর মস্তকস্থিত মণির আলোকদ্বারা ইঁহার দুই চরণ রঞ্জিত করিবেন ॥ ৮১ ॥

এই সম্বন্ধ স্থির হইলে তোমার বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবেক না, দেখ উমা কন্যা, সম্প্রদান করিবে তুমি, ঘটক আসিয়াছি আমরা, আর বর স্বয়ং মহাদেব ॥ ৮২ ॥

কাহাকেও স্তব করেন না, সকলের স্তব গ্রহণ করেন, কাহাকেও প্রণাম করেন না, সকলের প্রণাম প্রাপ্ত হয়েন, এমন যে ব্রহ্মাণ্ডের গুরু মহাদেব, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ সংঘটন পূর্ব্বক তুমি তাঁহার গুরু হও ॥ ৮৩ ॥

দেবর্ষি অঙ্গিরা যৎকালে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতী পিতার পার্শ্বে অবস্থিত ছিলেন, তিনি মনের ভাব গোপন করিবার জন্য হস্তস্থিত পদ্ম দল গুলি গণিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

হিমালয়ের মনের বাসনাই সিদ্ধ হইল, তথাপি তিনি মেনকার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যে তাঁহার মত কি; কারণ কন্যা-সংক্রান্ত সকল কর্ম্মেই গৃহস্থ লোকে গৃহিণীর কথা অনুসারেই চলিয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

স্বামীর তাহাই অভিপ্রায় ইহা মেনকা জানিতেন, সুতরাং সে সমস্ত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন; কারণ পতিব্রতা দিগের স্বভাবই এই যে স্বামীর অভিলাষের অনুবর্ত্তিনী হয় ॥ ৮৬ ॥

এ বিষয়ে এই প্রকার উত্তর প্রদানই উচিত, মনে মনে ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক হিমালয় সকলের কথা শেষ হইলে বিবাহ যোগ্য শুভ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আপন কন্যাকে ধারণ করিলেন ॥ ৮৭ ॥

বৎসে, এস, তোমাকে শিবের নিমিত্ত ভিক্ষা দিলাম, মুনিগণ ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন; গৃহস্থ লোকের যে চরিতার্থতা, আজি আমার তাহা লাভ হইল ॥ ৮৮ ॥

কন্যাকে এই কথা বলিয়া হিমালয় ঋষিগণকে কহিলেন, এই দেখুন, শিবের পত্নী আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

তাঁহাদিগের অভিলষিত সিদ্ধ হওয়াতে হিমালয়ের ঐ কথা অতি উদার বোধ হইল, অতএব ঋষিরা উহাতে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া, শীঘ্রই সফল হইবেক, এ প্রকার নানা আশীর্ব্বাদ পার্ব্বতীকে করিলেন ॥ ৯০ ॥

অরুন্ধতীকে সমাদর পূর্ব্বক প্রণাম করিবার সময় পার্ব্বতীর

সুবর্ণময় কর্ণ-ভূষণ বিগলিত হইল; তিনি লজ্জা করিতেছিলেন, অরুন্ধতী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিলেন ॥ ৯১ ॥

কন্যার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত কাতর হইয়া মেনকার মুখ অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল, অরুন্ধতী বরের বিবাহান্তর নাই এই কথা বলিয়া এবং অন্য নানা গুণ বর্ণনা করিয়া মাতার শোক শান্তি করিয়া দিলেন ॥ ৯২ ॥

শিবের শ্বশুর মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবাহ কোন দিবস হইতে পারিবেক, তাহাতে তিন দিবসের পর এই কথা বলিয়া বল্কলধারী ঋষিরা গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৯৩ ॥

তাঁহারা হিমালয়ের নিকট বিদায় লইয়া শিবের সহিত পুনর্ব্বার দেখা করিলেন। তাঁহাকে কার্য্য সিদ্ধির বিষয় বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া আকাশে উঠিয়া গেলেন ॥৯৪ ॥

শিবও পার্ব্বতীর সহিত মিলনের জন্য এত অস্থির হইয়াছিলেন যে তাঁহার সেই তিন দিন অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। যখন সেই প্রভুকে পর্য্যন্ত ঐ প্রকার মনোবৃত্তি সকল আসিয়া স্পর্শ করে, তখন অন্য কোন সামান্য ব্যক্তি যে অধীর হয়, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? ॥ ৯৫ ॥

সপ্তম সর্গ।

তদনন্তর যখন ওষধিপতি চন্দ্রদেব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছেন, এতাদৃশ শুক্লপক্ষে লগ্নশুদ্ধি-বিশিষ্ট তিথিতে হিমালয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে একত্র করিয়া কন্যার বিবাহ-সংস্কারের উপযোগী কর্ম্ম সমস্ত আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

সেই রাজধানীর লোকে পর্ব্বতরাজের প্রতি এত দূর অনুরক্ত ছিল, যে প্রত্যেক ভবনে প্রবীণা রমণীগণ বিবাহের উপযোগী নানা প্রকার মাঙ্গল্য বস্তুর আয়োজন করিতে ব্যগ্র রহিল, সুতরাং জ্ঞান হইতে লাগিল যে গিরিরাজের অন্তঃপুর আর সেই নগরী দুই যেন এক গৃহস্থের অন্তর্গত ॥ ২ ॥

নগরের বৃহৎ বৃহৎ রথ্যাতে সন্তানক পুষ্প বিকীর্ণ হইল, পট্ট বস্ত্র দ্বারা পতাকার শ্রেণী রচনা করিয়া দেওয়া হইল আর সুবর্ণময় তোরণের দীপ্তিতে নগর চাকচিক্যময় হইয়া উঠিল, সুতরাং জ্ঞান হইল যেন অমরাবতীই এই স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে ॥ ৩ ॥

উমার বিবাহ সন্নিকট, একারণ তখন জনক জনকীর পক্ষে তিনি প্রাণ-তুল্য হইয়া উঠিলেন, অন্যান্য পুত্র কন্যা সত্ত্বেও এরূপ হইল যেন তিনি ব্যতীত তাঁহাদের আর সন্তান

নাই, যেন বহুকালের পর তাঁহার দেখা পাইয়াছেন, যেন মৃত্যু-শয্যা হইতে তিনি গাত্রোত্থান করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

তিনি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রোড়ে ক্রোড়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গিরিরাজের আত্মীয় বান্ধবদিগের স্নেহের পাত্র অনেক ছিল, কিন্তু সেই সময়ে সকল স্নেহ যেন একত্র হইল এবং উমাই উহার একমাত্র আশ্রয়স্থান হইলেন ॥ ৫ ॥

সূর্য্য যে মুহূর্ত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই মুহূর্ত্তে এবং চন্দ্রের সহিত উত্তর-ফল্‌গুণী নক্ষত্রের মিলন হইলে, যাঁহাদিগের স্বামী পুত্র দুই ছিল, এতাদৃশ স্বসম্পর্কীয় কয়েক জন রমণী পার্ব্বতীর শরীরের বেশ ভূষা সম্পাদন আরম্ভ করিল ॥ ৬ ॥

গাত্রে তৈল হরিদ্রাদি লেপনের সময় শ্বেত শর্ষপ সংযুক্ত দূর্ব্বাদল তাঁহার কোন কোন অবয়বে সন্নিবেশিত হইল, নাভি আবরণ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিধান করান হইল এবং একটী বাণ ধারণ করিতে দেওয়া হইল। এই স্নান-বেশ তিনি ধারণ করাতে উহারি যেন এক অপূর্ব্ব শোভা হইল ॥ ৭ ॥

বিবাহ সংস্কার উপলক্ষে যে এক নবীন শর তিনি হস্তে ধারণ করিলেন, উহার সমাগমে তাঁহার তদ্রূপ শোভা হইল, যেমন কৃষ্ণ পক্ষ শেষ হইলে সূর্য্য কিরণ সংস্পর্শে আলোকময় হইয়া চন্দ্রকলা শোভা পায় ॥ ৮ ॥

লোধ্রের চূর্ণ দ্বারা তাঁহার অঙ্গের তৈল অপনয়ন করা হইল, কালেয় নামক গন্ধদ্রব্য কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা করা হইল, আর স্নানের উপযুক্ত পরিধেয় বসন ধারণ করিলেন, এই বেশে রমণীরা তাঁহাকে স্তম্ভচতুষ্টয়-বিশিষ্ট এক গৃহে লইয়া গেল ॥ ৯ ॥

তথায় বৈদূর্য্য-মণি-নির্ম্মিত এক প্রস্তরফলক সংস্থাপিত ছিল, চতুর্দ্দিকে মুক্তার মালা লম্বমান থাকাতে গৃহের বিশেষ শোভা হইয়াছিল। সেই শিলাতলে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার মস্তকের উপরিভাগে স্ুবর্ণ কলস অবনত করিয়া রমণীগণ স্নান করাইয়া দিল এবং তৎসঙ্গে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

যেমন মেঘের জলে অভিষিক্ত হইয়া ও বিকসিত কাশ কুসুমে সুশোভিত হইয়া পৃথিবীর শোভা হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত-প্রকার মাঙ্গল্য স্নান দ্বারা শরীর পরিষ্কার হইলে বিবাহের বসন পরিধান পূর্ব্বক তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সেই স্থান হইতে কয়েক জন পতিব্রতা তাঁহাকে বহন পূর্ব্বক, যে বেদির উপর বসিয়া বিবাহের বেশ ধারণ করিবেন, তথায় তাঁহাকে লইয়া গেল। সেই বেদির উপরিভাগে চন্দ্রাতপ চারি মণিময় স্তম্ভের উপর লম্বমান ছিল এবং এক খানি বসিবার আসন সজ্জীভূত ছিল ॥ ১২ ॥

তথায় রমণীগণ তাঁহাকে পূর্ব্বমুখ করিয়া উপবেশন করাইয়া অলঙ্কার সমস্ত নিকটে থাকিলেও কিয়ৎক্ষণের জন্য

তাঁহার সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিল, কারণ তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে তাঁহাদিগের নয়ন ব্যগ্র রহিল ॥ ১৩ ॥

এক জন রমণী পার্ব্বতীর কেশ-কলাপকে ধূপের সন্তাপ দ্বারা প্রথমে শোষণ করাইয়া লইল, পরে তন্মধ্যে পুষ্পসংস্থাপন পূর্ব্বক দূর্ব্বাদল-বিশিষ্ট পাণ্ডু-বর্ণ মধূক-পুষ্পময়ী মালাদ্বারা অতি চমৎকার রূপে বেষ্টন করিয়া দিল ॥ ১৪ ॥

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত অগুরু চন্দন লেপন পূর্ব্বক তদুপরি গোরোচনা দ্বারা পত্রাবলি রচনা করিয়া দিল। যেমন গঙ্গার বালুকাময় পুলিন দেশে চক্রবাক পক্ষী উপবিষ্ট থাকিলে দেখায়, পার্ব্বতীকে তখন ততোধিক রমণীয় দেখাইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

ভ্রমর উপবিষ্ট থাকিলে পদ্মের যে শোভা হয়, অথবা এক খণ্ড মেঘ উপরে থাকিলে চন্দ্রমণ্ডলের যে কান্তি হয়, সুশোভিত অলকের দ্বারা তাঁহার মুখের কান্তি ঐ উভয় অপেক্ষা অনেক অধিক হইল, সুতরাং উপমা দিবার কথা পর্য্যন্ত উত্থাপন হইবার সম্ভাবনা রহিল না ॥ ১৬ ॥

তাঁহার গণ্ড দেশ লোধ্রচূর্ণ দ্বারা নির্ম্মল করা হইয়াছিল, আর তদুপরি গোরোচনা বিন্যাস করাতে অতীব গৌর বর্ণ দেখাইতেছিল, একারণ যখন তাঁহার কর্ণে যবাঙ্কুর সন্নিবেশিত হইল, তখন উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার গণ্ডস্থলের সহিত মিলিত হইয়া চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হওয়াতে লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

সুগঠন-শরীরা সেই পার্ব্বতীর অধরের মধ্য-দেশে একটী রেখা ছিল, সেই অধরে কিঞ্চিৎ মধূথ লেপন করাতে উহার রক্তিমা আরো উজ্জ্বল হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামীর বদন-সংসর্গ-প্রাপ্তি দ্বারা উহার সৌন্দর্য্যের সাফল্য হইবেক ইহা সূচনা করিবার জন্য যেন অধরটী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কম্পিত হইতে লাগিল এবং অনির্ব্বচনীয় এক শোভা ধারণ করিল ॥ ১৮ ॥

পার্ব্বতীর এক সহচরী তাঁহার দুই চরণ অলক্তক রসে রঞ্জিত করিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল "এই চরণে যেন তুমি স্বামীর মস্তকের চন্দ্র-কলা স্পর্শ কর;" তাহাতে তিনি কোন উত্তর না করিয়া মালা দ্বারা সখীকে প্রহার করিলেন ॥ ১৯ ॥

বেশ-ভূষা-কারিণী রমণীরা সম্যক্ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত পদ্ম-পলাশের ন্যায় চমৎকার তাঁহার দুই চক্ষু অবলোকন করিয়া কেবল মঙ্গলাচরণ বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ কজ্জল গ্রহণ করিল, সেই কজ্জলের দ্বারা পার্ব্বতীর চক্ষুর রমণীয়তা বৃদ্ধি হইবেক এ জ্ঞানে নহে ॥ ২০ ॥

যখন এক এক খানি করিয়া অলঙ্কার তাঁহাকে পরান হইতেছিল, তখন তাঁহার তেমনি শোভা উদয় হইল যেন লতার অবয়বে এক একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, যেন রাত্রির অঙ্গে এক একটী নক্ষত্র উদয় হইতেছে, যেন নদীর উপরিভাগে এক একটী পক্ষী উপবিষ্ট হইতেছে ॥ ২১ ॥

তখন নিশ্চল বিশাল চক্ষে দর্পণের মধ্যে আপনার পরম সুন্দর শোভা দর্শন করিয়া মহাদেবের সহিত মিলনের নিমিত্ত

তিনি ব্যগ্র হইলেন, যেহেতু প্রিয় ব্যক্তি দর্শন করিলেই স্ত্রী লোকের বেশ ভূষার সাফল্য হয়॥ ২২॥

তদনন্তর জননী মেনকা মঙ্গলের জন্য এক অঙ্গুলিতে হরিতাল-রস অপর অঙ্গুলিতে মনঃশিলা নামক ধাতুরস গ্রহণ পূর্ব্বক, দন্তপত্র নামক সুনির্ম্মল কর্ণভূষণে শোভমান পার্ব্বতীর মুখ উন্নত করিয়া, তাঁহার ললাটে বিবাহের তিলক রচনা করিয়া দিলেন, উহা দেখিলে মনে হয় যেন পার্ব্বতীর যৌবনের আবির্ভাব অবধি জননীর মনে সর্ব্ব প্রথম যে অভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাই তিলক রূপে প্রকাশ হইল॥ ২৩। ২৪॥

পরে অশ্রুজলে আবৃত লোচনা হইয়া মেষলোমময় বিবাহের হস্তসূত্র বাঁধিয়া দিলেন, তাহা প্রথমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই, যেহেতু চক্ষের জলে তাঁহার দৃষ্টি অপরিষ্কার হইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বতীর ধাত্রী উহাকে যথাস্থানে সরাইয়া দিলেন॥ ২৫॥

নবীন দুকূল পরিধান করিয়া এবং অভিনব দর্পণ হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার তেমনি আশ্চর্য্য শোভা হইল, যেন ক্ষীর সাগরের জলে পুঞ্জ পুঞ্জ ফেণ উদয় হইয়াছে, যেন শরদের রজনী পূর্ণ শশধর প্রাপ্ত হইয়াছে॥ ২৬॥

আবশ্যক কি কি কার্য্য করিতে হইবেক তদ্বিষয়ে সুবিজ্ঞ জননী বংশের গৌরবস্বরূপা সেই পার্ব্বতীকে পূজিত কুলদেবতাদিগকে প্রণাম করাইয়া এক এক করিয়া পতিব্রতাগণের চরণ বন্দনা করাইলেন॥ ২৭॥

প্রণাম কালে উমাকে তাঁহারা এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, যে স্বামীর সমগ্র প্রেমের পাত্র-ভূত যেন তুমি হও। পার্ব্বতী কিন্তু শিবের অর্দ্ধাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের স্নেহ-যুক্ত আশীর্ব্বাদের অনেক অতিরিক্ত সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

যেমন আশয় ও যেমন বিভব, তদুপযুক্ত সমারোহের সহিত গিরিরাজ পার্ব্বতীর বিবাহের আনুষঙ্গিক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুহৃন্মণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া সভায় উপবেশন পূর্ব্বক শিবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই সময়ে কৈলাস পর্ব্বতেও সপ্ত মাতৃকারা পরম সমাদরে ত্রিপুরারি শিবের সমক্ষে সেই সর্ব্ব প্রথম বিবাহের উপযুক্ত নানাবিধ অলঙ্কার রাখিয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥

মাতৃকাদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিব সেই সমস্ত অলঙ্কার স্পর্শ মাত্র করিলেন। পরন্তু তাঁহার চির-পরিগৃহীত সজ্জাই এখন ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে বিবাহের উপযুক্ত এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ৩১ ॥

তাঁহার শরীরস্থিত ভস্মই শ্বেতচন্দন হইয়া উঠিল, মস্তকস্থিত নরশির নির্ম্মল শিরোভূষণের শোভা পরিগ্রহ করিল; আর তাঁহার পরিধানভূত হস্তিচর্ম্মই চতুঃপার্শ্বে রোচনাচিহ্নে চিহ্নিত দুকূল রূপে পরিণত হইল ॥ ৩২ ॥

আর তাঁহার ললাটে যে তৃতীয় লোচন জাজ্জ্বল্যমান ছিল, যাহার মধ্যস্থলে নির্ম্মল পিঙ্গল বর্ণ তারা বিরাজ করিতেছিল,

সেই চক্ষু বিদ্যমান থাকাতে তাঁহার ললাটে হরিতাল-রস দ্বারা তিলক রচনা করিতে হইল না॥ ৩৩॥

তাঁহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্প সন্নিবেশিত ছিল, তাহারা যখন সেই সেই স্থানের উপযুক্ত অলঙ্কার রূপে পরিণত হইল, তখন কেবল তাহাদিগের শরীরেরি রূপান্তর হইল, কিন্তু ফণাস্থিত সুশোভন মণিগুলি পূর্ব্ববৎ রহিল॥ ৩৪॥

শিবের মস্তকে যে চন্দ্র কলা ছিল, উহার আলোক দিবসেও উদয় হইতেছিল এবং কলা অবস্থা প্রযুক্ত কলঙ্কের লেশমাত্র লক্ষ্য হইতেছিল না; এ প্রকার চন্দ্র যখন তাঁহার শিরোভূষণ হইয়া অবস্থিত ছিল, তখন অন্য কোন মাণিক্য তিনি মস্তকে কেন ধারণ করিতে যাইবেন॥ ৩৫॥

সর্ব্ব প্রকার আশ্চর্য্যের অদ্বিতীয় সংঘটন কর্ত্তা সেই মহাদেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐশ্বরিক ক্ষমতার দ্বারা যখন চমৎকার বেশ ভূষা সম্পাদন করিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরেরা এক খানি তরবারি আনিয়া দিল, তন্মধ্যে তিনি আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন॥ ৩৬॥

তখন কৈলাসতুল্য শুভ্র বর্ণ বৃহৎকায় বৃষরাজ আনীত হইল, তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ ব্যাঘ্রের চর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল, তাহার প্রকাণ্ড আকৃতি শিবের প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত তাঁহার আরোহণের সুবিধার জন্য সে আপনিই হ্রস্বীভূত করিয়াছিল, শিব নন্দীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন॥ ৩৭॥

সপ্ত মাতৃকা প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নিজ নিজ বাহনের গমন প্রযুক্ত তাঁহাদিগের কর্ণের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল, আর পদ্ম সদৃশ মুখের চতুঃপার্শ্বে পদ্মরাগেরন্যায় মণ্ডলাকার প্রভা দৃষ্ট হইল, তাহাতে আকাশ পদ্মে আকীর্ণ বলিয়া জ্ঞান হইল ॥ ৩৮ ॥

সুবর্ণ-তুল্য কান্তি-বিশিষ্ট সেই সপ্তমাতৃকার পশ্চাদ্ভাগে নরমুণ্ডমালাধারিণী কালীকে তদ্রূপ দেখাইতে লাগিল, যেমন সম্মুখের দিকে দূরে বিদ্যুৎ উদয় হইতেছে, নিকটে বিস্তর বকপক্ষী উড্ডীয়মান, এতাদৃশ নীল বর্ণ মেঘমালাকে দেখাইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর শিবের অগ্রগামী প্রমথগণ বিবাহের বাদ্য আরম্ভ করিল, উহা বিমানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে দেবতারা জানিলেন যে শিবের সেবা করিবার সময় উপস্থিত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বকর্ম্মা এক নূতন ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সূর্যদেব শিবের মস্তকে সেই ছত্র ধারণ করিলেন। তৎকালে ছত্রের প্রান্তে লম্বমান পট্টবস্ত্র শিবের মস্তকের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে জ্ঞান হইতে লাগিল যেন গঙ্গার স্রোত তথায় পতিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

তখন গঙ্গা আর যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া চামর ব্যজন করত প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সেই চামর দেখিয়া জ্ঞান হইল যে যদিও ইঁহারা নদীর মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এখনও যেন ইঁহাদের উপর হংস আসিয়া বসিতেছে ॥ ৪২ ॥

প্রথম প্রজাপতি ব্রহ্মা আর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্নধারী পুরুষোত্তম নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের মুখ-বিনির্গত জয়ধ্বনিতে শিবের মহিমা তেমনি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেরূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয় ॥ ৪৩ ॥

এই তিন দেব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইঁহারা একই শরীর, কেবল তিন মূর্ত্তি রূপে পৃথক্ হইয়াছিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রধানও বটেন, অপ্রধানও বটেন, কখন বিষ্ণু অপেক্ষা শিব প্রধান, কখন শিব অপেক্ষা বিষ্ণু, কখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগের উভয় অপেক্ষা, কখন বা তাঁহারা উভয়ে শিব অপেক্ষা, প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্র আদি দিক্‌পালগণ আপনাদিগের রাজচিহ্ন সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নন্দীকে সংকেত করিলেন যে প্রভুর সঙ্গে দেখা করাইয়া দেওয়া হয়; নন্দী দেখাইয়া দিলে তাঁহারা কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

শিব ব্রহ্মার প্রতি কিঞ্চিৎ মস্তক সঞ্চালিত করিলেন, হরির সহিত আলাপ করিলেন, ইন্দ্রের প্রতি ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর অন্যান্য অশেষ দেবতার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করিলেন। এই রূপে যে, যে প্রকার সম্মানের উপযুক্ত, তাহাকে তিনি তদনুরূপ সম্মান দ্বারা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

সপ্তঋষি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জয় হউক বলিয়া আশী-

র্ব্বাদ করিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, এই যে বিবাহযজ্ঞ উপস্থিত, ইহার পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত অগ্রেই আমি আপনাদিগকে বরণ করিয়া রাখিয়াছি॥ ৪৭॥

বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ প্রকৃষ্ট রূপ বীণাবাদ্য সহকারে তাঁহার ত্রিপুর-বিজয়-বৃত্তান্ত গাইতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিতে করিতে তমোগুণাতীত চন্দ্রকলাধারী প্রভু গগণ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

তাঁহার বাহন বৃষরাজ তাঁহাকে বহন করত রমণীয় গতিতে গগণে গমন করিতে লাগিল, তাহার গলদেশে লম্বমান স্বুবর্ণময় ক্ষুদ্র ঘণ্টা গুলি বাজিতে লাগিল, আর যখন যখন তাহার দুই শৃঙ্গ মেঘে বিদ্ধ হয়, তখনই সে দুই শৃঙ্গ সঞ্চালন করে, যেন মনে করে যে নদীতীর খনন করিয়া উহাতে কর্দ্দম সংলগ্ন হইয়াছে॥ ৪৯॥

সেই বৃষ মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ওষধিপ্রস্থ নগরীতে উপনীত হইল, যাহাকে কখন বিপক্ষে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আর মহাদেবের দৃষ্টিপাত অগ্রভাগে ধাবমান হইয়া স্বুবর্ণ শৃঙ্খলার ন্যায় তাহাকে আকর্ষণ করাতেই যেন সে অত শীঘ্র উপস্থিত হইল॥ ৫০॥

নগরের নিকটে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ-কণ্ঠধারী প্রভু, ত্রিপুরাস্বুরের ধ্বংস কালে আপন বাণ যে পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই আকাশ পথ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন, পুরবাসীরা মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিল, তিনি সন্নিহিত ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন॥ ৫১॥

গিরিরাজ তাঁহার আগমনে আহ্লাদিত হইয়া সম্মানার্থ অগ্রসর হইয়া গেলেন, তাঁহার সঙ্গে দলে দলে হস্তী চলিল, তদুপরি সুসমৃদ্ধ-পরিচ্ছদধারী তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাতে জ্ঞান হইল যেন হিমালয়ের এক এক কটক যাইতেছে এবং তদুপরি বিকসিত কুসুমশালী বৃক্ষগণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৫২ ॥

পুরদ্বারের কপাট উদ্ঘাটিত হইলে তথায় দেবতাদিগের দল আর পর্ব্বতদিগের দল উভয় দলে সাক্ষাৎ হইল, সেই মিলনের কোলাহল অনেক দূর বিস্তারিত হইল, যেরূপ উভয়-সাধারণ এক সেতুভঙ্গ করিয়া দুই দিক্ হইতে দুই জলরাশি আসিয়া মিলিত হইলে হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

ত্রিভুবনের পূজনীয় শিব প্রণাম করাতে গিরিরাজের লজ্জা বোধ হইল, তৎকালে তাঁহার স্মরণ ছিল না যে পূর্ব্ব হইতে শিবের মহিমার নিকট তাঁহার নিজ মস্তক অতিদূর পর্য্যন্ত অবনত হইয়াই আছে ॥ ৫৪ ॥

আনন্দবশে হিমালয়ের মুখশ্রী প্রফুল্ল হইল, তিনি জামাতাকে পথ দেখাইতে দেখাইতে আপনার সুসমৃদ্ধ নগরে প্রবেশ করাইলেন, তথায় তৎকালে রাজমার্গে এত রাশি রাশি পুষ্প বিস্তারিত হইয়াছিল যে, গুল্‌ফ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

সেই সময়ে পুরবাসিনীরা শিবকে দেখিতে ব্যস্ত হইল, প্রত্যেক অট্টালিকা মধ্যে তাহারা অনন্যকর্ম্মা হওয়াতে নিম্ন লিখিত ব্যাপারগুলি ঘটিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

কোন রমণী কেশপাশ বন্ধন করিতেছিলেন, হঠাৎ শিবকে দেখিতে গবাক্ষ পথে চলিলেন, তাঁহার কেশের বন্ধন শিথিল এবং অভ্যন্তরস্থ মালা বহির্গত হইয়া পড়িল, এবং হস্তে কেশকলাপ ধারণ করিয়া রহিলেন, আর বন্ধন করিবার অবকাশ রহিল না॥ ৫৭॥

কেহ চরণে লাক্ষা দেওয়াইতেছিলেন, বেশ-ভূষা-কারিণী পরিচারিকা চরণের অগ্রভাগ ধারণ করিয়াছিল, তখনও অলক্তক-রস শুষ্ক হয় নাই, তিনি হঠাৎ চরণ উহার হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া লইলেন; তখন আর বিলাস-মন্থর গমনে যাওয়া হইল না, গবাক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ লাক্ষা-রসে রঞ্জিত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন॥ ৫৮॥

আর এক রমণী চক্ষে কাজল পরিতেছিলেন, দক্ষিণ চক্ষে কাজল দেওয়া হইয়াছিল, বাম চক্ষে তখনও হয় নাই, সেই অবস্থাতেই কাজল দিবার তূলী হস্তে ধারণ করিয়া গবাক্ষের দিকে ধাবমানা হইলেন॥ ৫৯॥

গবাক্ষে যাইবার সময় এক রমণীর কটিবস্ত্রের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, তিনি গবাক্ষের ছিদ্রে দৃষ্টিদান পূর্ব্বক তাহা আর বাঁধিবার অবকাশ পাইলেন না, কেবল হস্তদ্বারা বস্ত্র ধারণ করিয়া রহিলেন আর নাভিমধ্যে অলঙ্কারের প্রভা প্রবিষ্ট হইল॥ ৬০॥

এক রমণী মুক্তাদ্বারা চন্দ্রহার গাঁথিতেছিলেন, অর্দ্ধেক গাঁথা হইয়াছে, এমন সময় সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন, চন্দ্রহারের সূত্র চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বাঁধা ছিল, প্রত্যেক পাদ-

ক্ষেপে মুক্তাগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, পরিশেষে সেই সূত্র মাত্র অবশিষ্ট রহিল ॥ ৬১ ॥

মধুপান করাতে সেই রমণীগণের মুখে মদিরার গন্ধ ছিল, আর ভ্রমরের ন্যায় নীল চক্ষু সঞ্চালিত হইতেছিল, এই অবস্থায় অতিশয় কুতূহল প্রযুক্ত যখন তাহারা গবাক্ষের ছিদ্রের নিকট আপন আপন মুখ রাখিল, তখন গবাক্ষ গুলি যেন পদ্মে বিভূষিত হইয়া উঠিল ॥ ৬২ ॥

সেই অবসরে চন্দ্রশেখর শিব উন্নত-তোরণ-শোভিত রাজ-পথে উপনীত হইলেন, আর তাঁহার মস্তকস্থিত চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে দিবাভাগেও অট্টালিকার অগ্রভাগ গুলি দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিল ॥ ৬৩ ॥

তৎকালে শিবই পুরবাসিনী রমণীগণের একমাত্র দৃশ্য বস্তু হইলেন, তাহাদিগের অন্য কোন বস্তুতে মনঃসংযোগ রহিল না, এ কারণ মনে হয় যেন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি পর্য্যন্ত তখন সম্পূর্ণ রূপে চক্ষুর মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

পার্ব্বতী সুকুমারাঙ্গী হইয়াও যে ইহার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা ভালই করিয়াছিলেন। কারণ ইঁহার দাসী হইতে পারিলেও রমণী-জন্ম সার্থক হইতে পারে, ইঁহার অঙ্কে যিনি বসিতে পাইবেন, তাঁহার বিষয়ে আর বলিব কি ? ॥ ৬৫ ॥

এমন চমৎকার রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন ইঁহাদের উভয়কে বিধাতা যদি পরস্পর মিলিত না করিতেন, তাহা হইলে এত ক্লেশ করিয়া যে ইঁহাদিগকে সুন্দর করিয়াছেন, তাঁহার সে ক্লেশ বৃথা হইত ॥ ৬৬ ॥

বোধ হয় ইনি রোষাতিশয় প্রযুক্ত যে কন্দর্পের শরীর ভস্ম করিয়াছেন, সে কথা না হইবেক; বোধ করি ইঁহাকে দেখিয়া আপনার রূপের বিষয়ে কামদেবের লজ্জা হইল এবং তিনি আপনিই দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

দেখ সখি, এই প্রভুর সহিত চিরাভিলষিত বিবাহ সম্বন্ধ সংঘটন হওয়াতে, পর্ব্বতরাজ পৃথিবীকে ধারণ করেন বলিয়া অতি মান্য ব্যক্তি ত ছিলেনই, এখন আরো মান্য হইবেন ॥ ৬৮ ॥

পুরবাসিনী রমণীরা এই সকল কথা বলিতেছিলেন, শিব শুনিয়া আহ্লাদিত হইতেছিলেন, এই ভাবে তিনি হিমালয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তথায় এত স্ত্রীলোক একত্র হইয়াছিল, যে লাজ বৃষ্টি করিলে উহা ভূমি তলে পতিত না হইয়া রমণীগণের কেয়ূর ঘর্ষণেই চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল ॥ ৬৯ ॥

সূর্য্যদেব যেমন শরৎ কালীন মেঘ হইতে অবতীর্ণ হয়েন, তদ্রূপ শিব তথায় কৃষ্ণের হস্তাবলম্ব প্রাপ্ত হইয়া বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে ব্রহ্মা অগ্রে গিয়াছিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥৭০॥

উপাদেয় কার্য্য-সিদ্ধি যেমন সুসম্পন্ন কার্য্যের অনুগামী হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষি প্রভৃতি পরমর্ষিগণ, এবং প্রমথেরা শিবের অনুগামী হইয়া হিমালয় বাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭১ ॥

তথায় শিব আসনে উপবিষ্ট হইলেন, হিমালয় যথাবিধানে রত্ন, অর্ঘ, মধুপর্ক, নূতন পট্টবস্ত্র-যুগল তাঁহাকে

আনিয়া অর্পণ করিলেন, তিনি মন্ত্রপাঠ সহকারে সমস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

যেমন নবীন চন্দ্রের কিরণগণ সমুদ্রের স্ফীতি জন্মাইয়া দিয়া উহাকে ফেণায় আচ্ছাদিত করিয়া তীর-ভূমি অভিমুখে লইয়া যায়, তদ্রূপ পট্টবসন পরিধানের পর শিবকে শান্ত-স্বভাব অন্তঃপুর-রক্ষী পুরুষেরা বধূর নিকটে লইয়া গেল॥৭৩॥

যেমন শরৎকালের সমাগমে সংসারে চন্দ্রের কান্তি উজ্জ্বল হয়, কুমুদ বিকসিত হয়, জল পরিষ্কার হয়; তদ্রূপ সেই উজ্জ্বল-মুখ-চন্দ্র-শোভিতা কুমারীর নিকটে যাইয়া শিবের চক্ষু বিকসিত হইল, অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল ॥ ৭৪ ॥

শুভ দৃষ্টির সময় চারি চক্ষু একত্র হইয়া পরস্পরকে দেখিতে ব্যগ্র হওয়াতে লজ্জা জন্য সংকোচ প্রাপ্ত হইতে লাগিল, যখন যখন চারি চক্ষু এক হয়, তখন লজ্জায় যেন অবনত হইয়া পড়ে, আর কিয়ৎকাল মিলিত ভাবে অবস্থিতি করে, পরে অপসারিত হয় ॥ ৭৫ ॥

শিবের পুরোহিত রক্তবর্ণ-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট পার্ব্বতীর হস্ত আনিয়া দিলেন, শিব তাহা ধারণ করিলেন। সেই হস্ত দর্শন করিলে মনে হইবেক যেন কন্দর্প শিবের ভয়ে পার্ব্বতীর শরীরে লুকায়িত ছিলেন, এই আবার তাঁহার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিতেছে ॥ ৭৬ ॥

পার্ব্বতীর শরীরে রোমাঞ্চ হইল, বৃষভধ্বজ শিবের অঙ্গুলিতে ঘর্ম্মের আবির্ভাব হইল! অতএব মনে হয় যেন উভয়ের চারি হস্ত একত্র হইবার সময় কামদেবের

কার্য্য সমান রূপে দুজনের শরীরে ভাগ হইল ॥ ৭৭ ॥

কথিত আছে, বিবাহের সময় হর পার্ব্বতী বর-কন্যার শরীরে অধিষ্ঠান হয়েন, এ কারণ বর-কন্যা মাত্রেই বিবাহের সময় অতি চমৎকার শোভা ধারণ করে, যখন সামান্য বর-কন্যার এই রূপ হইয়া থাকে, তখন তাঁহাদিগের দুজনের তৎকালীন শোভার কথা আর কি বলা যাইবেক ॥ ৭৮ ॥

যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বে দিন ও যামিনী পরস্পর সংলগ্ন হইয়া নিত্যকাল পর্য্যায়ক্রমে প্রদক্ষিণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা দুজনে প্রদীপ্ত বহ্নির চতুঃপার্শ্বে পরস্পর সংলগ্ন ভাবে প্রদক্ষিণ করাতে পরম সুন্দর শোভা হইল ॥ ৭৯ ॥

সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়কে পুরোহিত তিন বার বহ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন, তখন পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আনন্দে উভয়ের চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে বধূকে সেই প্রদীপ্ত-শিখা-বিশিষ্ট অগ্নি মধ্যে লাজ-হোম করিতে কহিলেন ॥ ৮০ ॥

পুরোহিতের আজ্ঞাক্রমে পার্ব্বতী সুন্দর-সৌরভশালী লাজের ধূম অঞ্জলি করিয়া আপন মুখে স্পর্শ করাইলেন। সেই ধূমের অগ্রভাগ গণ্ডস্থলে বিস্তারিত হওয়াতে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত কর্ণোৎপলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৮১ ॥

আচারের জন্য এই ধূম গ্রহণ করাতে বধূর মুখের এক অপূর্ব্ব শ্রী উপস্থিত হইল, গণ্ডদেশ কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত ও রক্তবর্ণ

আনিয়া অর্পণ করিলেন ॥ ...র কর্ণভূষণ মলিন হইয়া গেল আর দুই চক্ষুর হইয়া উঠিল ॥ ৮২ ॥

পুরোহিত বধূকে কহিলেন, বৎসে! এই অগ্নি তোমার বিবাহ কার্য্যের সাক্ষী হইয়া রহিলেন। তুমি এখন অসঙ্কুচিত চিত্তে তোমার স্বামী শিবের সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥ ৮৩ ॥

যেমন পৃথিবী গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপ সহ্য করিয়া বর্ষার সর্ব্ব প্রথম জল পান করিতে থাকেন, তদ্রূপ পার্ব্বতী লোচন-প্রান্ত পর্য্যন্ত কর্ণযুগল বিস্তার পূর্ব্বক পুরোহিতের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

তাঁহার মৃত্যুজয়ী সৌম্যমূর্ত্তি স্বামী যখন তাঁহাকে ধ্রুব-তারা দেখিবার জন্য অনুমতি করিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর অবশ হইয়া গেল। তিনি মুখ তুলিয়া তারা দেখি-বার পর 'দেখিয়াছি' এই কথাটী অতি কষ্টে মুখ হইতে নির্গত করিতে পারিলেন ॥ ৮৫ ॥

এই রূপে বিধান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পুরোহিত তাঁহাদিগের বিবাহ সংক্রান্ত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিলে প্রজা-বর্গের জনক জননী স্বরূপ তাঁহারা উভয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে গিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৮৬ ॥

ব্রহ্মা বধূকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন 'হে কল্যাণি! বীর সন্তান প্রসব কর'। কিন্তু তিনি বাক্যের অধীশ্বর হই-য়াও শিবকে কি আশীর্ব্বাদ করিবেন ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, মৌনী হইয়া রহিলেন ॥ ৮৭ ॥

তদনন্তর পুষ্পাদি শোভায় সুশোভিত চতুষ্কোণ এক বেদির উপর আসিয়া তাঁহারা উভয়ে সুবর্ণের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তথায় আর্দ্র আতপ-তণ্ডুল মস্তকে অর্পণ করিবার যে এক প্রথা লোকে প্রচলিত আছে এবং যাহা সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

লক্ষ্মী তাঁহাদিগের মস্তকে একটী পদ্মের ছত্র ধারণ করিলেন, উহার দলের প্রান্তভাগে বিন্দু বিন্দু জল সংলগ্ন থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন ছত্রে মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে; আর উহার সুদীর্ঘ নালই ছত্র-দণ্ড স্বরূপ হইয়াছিল ॥ ৮৯ ॥

আর সরস্বতী দুই প্রকার ভাষা প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দুজনকে স্তব করিলেন, পরম গুণবান্ বরকে সংস্কৃত ভাষাতে, আর বধূকে সুগম্-রচনা-বিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষা দ্বারা ॥ ৯০ ॥

অপ্সরারা তাঁহাদিগের উভয়ের সমক্ষে এক নাটকের অভিনয় করিল, তাহা তাঁহারা ক্ষণ কাল দর্শন করিলেন, উহাতে প্রত্যেক সন্ধির উপযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রচনা-বৈচিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছিল, এক রস ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য রসের বর্ণনাকালে গানের আলাপ করা হইতে লাগিল আর অতি চমৎকার হস্ত-পদাদি-চেষ্টা প্রদর্শন করা হইতে লাগিল ॥ ৯১ ॥

তদনন্তর দেবতাগণ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক কন্দার শিবের চরণে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা জানাইলেন যে,

কন্দর্পের শাপের অবসান হউক, সে আপন শরীর পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হউক॥ ৯২॥

মহাদেবের আর ক্রোধ ছিল না, সুতরাং তিনি অনুমতি করিলেন যে কামদেব তাঁহার প্রতিও বাণ নিক্ষেপ করিতে পাইবে। কথাই আছে যে কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তিরা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রভুর নিকট আবেদন করিলে উহা নিশ্চয় গ্রাহ্য হয়॥ ৯৩॥

পরে চন্দ্রশেখর শিব তাবৎ দেবতাকে বিদায় দিয়া পর্ব্বতরাজ-নন্দিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাসর-গৃহে আগমন করিলেন। তথায় সুবর্ণের কলস সংস্থাপিত ছিল, পুষ্পমালা প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা গৃহ সুশোভিত করা হইয়াছিল আর ভূমিতলে শয্যা রচনা করা হইয়াছিল॥ ৯৪॥

তথায় গৌরী নবোঢ়ার সমুচিত লজ্জা স্বরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বসিয়াছিলেন, শিব তাঁহার মুখ উত্তোলনের চেষ্টা করিলে উহা সরাইয়া লইতেছিলেন, এমন কি যে সকল সহচরীর সঙ্গে একত্রে শয়ন হয়, তাহাদিগের সহিত কথা বার্ত্তাও কষ্টে কহিতেছিলেন; এই অবস্থায় শিবের অনুচর প্রমথগণ তাঁহার আদেশক্রমে কৌতুকাবহ মুখ ভঙ্গী করাতে পার্ব্বতী অস্পষ্ট রূপে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন॥ ৯৫॥

সম্পূর্ণ।